



ফের নাম বদল
মধ্যপ্রদেশেও
নামবদলের ধারাকে
অব্যাহত রেখেই
রাজপুত্র নাজরুল্লাহ
খানের স্মৃতি মুছে
ফেলতে তৎপর গৈরিক
বাহিনী।
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

বিচলিত
পেন্টাগন
ইউক্রেন যুদ্ধের
নথি ফাঁস হওয়ার
ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের
প্রতিরক্ষা
মন্ত্রণালয়
বিচলিত।
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৮৩ সংখ্যা □ ১২ এপ্রিল, ২০২৩ □ ২৮ চৈত্র ১৪২৯ □ বুধবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 183 • 12 April, 2023 • Wednesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

সতর্কতামূলক গ্রেপ্তারি আইন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে অসীম শক্তিশালী করতে পারে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : ইডি-সিবিআইয়ের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বিরোধীরা যখন সোচ্চার তখনই সতর্কতামূলক গ্রেপ্তারি বা প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন নিয়ে তাপর্ষপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আইন আসলে ঔপনিবেশিকতার প্রতীক। এই আইন রাষ্ট্রের হাতে অসীম ক্ষমতা তুলে দিতে পারে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি কৃষ্ণ মুরারী এক মামলার রায়ে বলেছেন, সতর্কতামূলক

গ্রেপ্তারি আইন অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। যা রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ সরকারকে অপারিসীম ক্ষমতা দিতে পারে। সুতরাং এই প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সব আইনি পদ্ধতি খতিয়ে দেখেই এই ধরনের গ্রেপ্তারিতে সম্মতি দেওয়া উচিত। বিচারপতি কৃষ্ণ মুরারী বলছেন, যদি কোনও ক্ষেত্রে মনে হয়, প্রশাসন সতর্কতামূলক গ্রেপ্তারির আগে সব আইনি পদ্ধতি সঠিকভাবে পালন

করেনি। বা গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করেছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আটক হওয়া ব্যক্তির জামিনের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাওয়া উচিত। আদালত সাফ বলছে, যদি কোনও ব্যক্তিকে আগাম গ্রেপ্তারির আগে কোনওরকম আইনভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে সেটার সুবিধা আটক বা গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির পাওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব আদালতের উপরই ন্যস্ত। সচরাচর কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে

উপযুক্ত প্রমাণ না থাকলেও সরকার চাইলে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আইন, বা আগাম গ্রেপ্তারি আইন ব্যবহার করে সেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে এই আইনের অপব্যবহার করছে সরকার। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও এই আইন অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের এই রায় বিরোধীদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করলো।

পেগাসাসের পর এবার আড়ি পাততে ‘কগনিট’ কিনছে কেন্দ্র!

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : পেগাসাসের মতোই একটি গোপনে আড়িপাতা সফটওয়্যার কিনতে চলেছে কেন্দ্র। ‘কগনিট’ নামের স্পাইওয়্যার কিনতে ৯৮৬ কোটি টাকা খরচ করতে চলেছে মোদি সরকার। কগনিটের একথা এখনও পর্যন্ত খুব বেশ মানুষ না জানলেও তা আসলে পেগাসাসের মতোই একটি গোপনে আড়িপাতা সফটওয়্যার। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নয়া স্পাইওয়্যার নিয়ে সরব হন কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা। তিনি বলেন, পেগাসাস কুখ্যাত হওয়ার পরে ন্যূনতম শাসন-সর্বোচ্চ ‘নজরদারি’ চালাতে নতুন স্পাইওয়্যার খুঁজছে কেন্দ্র। খেরার কটাক্ষ, আমি বুঝতে পারি বিরোধীদের ঘৃণা করে শাসকরা, কিন্তু নিজের সরকারের মন্ত্রীসভার উপরেও নজরদারি চালাচ্ছে এরা। খেরা আরও বলেন, এই দেশের দুই গুপ্তচর কান্ডকে বিশ্বাস করে না। সববিধান কিংবা সংবাদমাধ্যমকেও তাই করদাতাদের কোটি কোটি টাকা খরচ করে ইজরায়েলের স্পাইওয়্যার টেকনোলজি কিনতে চলেছে। তাঁরা এটা করছেন

কারণ সশ্রুটি আশঙ্কা করছেন যে তাঁর মিথ্যার প্রাসাদ প্রকৃত সত্যের সামনে ভেঙে পড়তে পারে। এদিন কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেন, সরকার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিরোধী, সাংবাদিক, বিচার বিভাগ, নাগরিক এবং এমনকী নিজের মন্ত্রীদের উপরও গুপ্তচরবৃত্তি চালাতে চাইছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে পেগাসাস রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরই উত্তাল হয়ে ওঠে জাতীয় রাজনীতি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করে, পেগাসাস নামের এই ইজরায়েলি সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, শিল্পপতি এমনকী সরকারি আমলাদের উপরও নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্র। ওই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, কেন্দ্রের টার্গেটে ছিলেন রাহুল গান্ধি, প্রশান্ত কিশোর, রাকেশ আস্তানা, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসার মতো ব্যক্তিবুরা।



সরকারের বিরুদ্ধে পেশাজীবীদের পথে নামা আন্দোলন চলছেই : (ওপরে) বিকাশ ভবনের বাইরে চাকরিপ্রার্থীদের টেনে হিঁচড়ে তুলে দিচ্ছে পুলিশ। (নিচে) হাজারার মোড়ে কম্পিউটার শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান পদ ছাড়লেন অভীক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের সিলেবাস কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভীক মজুমদারের স্থলাভিষিক্ত হলেন। দীর্ঘ ১২ বছরের বেশি সময়ের পর সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান পদে বদল আনা হল। এমনটাই প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। অভীক মজুমদার নিজেই তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। পুনরায় যোগ দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপনার কাজে। সেই মোতাবেক অব্যাহতি চেয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন

করা হলে সেই আবেদন মঞ্জুর করেন ব্রাত্য বসু। যদিও সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান পদে বদল আসলেও উপদেষ্টা পদে অভীক মজুমদারকে রেখে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সিলেবাস পরিবর্তনে মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে সিলেবাস কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির সুপারিশ মেনে ধাপে ধাপে বদলেছে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সিলেবাস। এমনকি মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বদলও আনা হয়েছে সিলেবাস কমিটির সুপারিশে।

ডিএ মামলার সুপ্রিম শুনানি ফের পিছল

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : এই নিয়ে ছ’বার। ফের সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। আপাতত ডিএ মামলার শুনানি স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফে। ডিএ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৪ এপ্রিল। উল্লেখ্য, বকেয়া ডিএ-এর দাবিতে মমতা সরকারের উপর চাপ বাড়াতে বর্তমানে দিল্লিতে আন্দোলন করছেন বাঙালার সরকারি কর্মচারীরা। ২০২২ সালের মে মাসে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৩১ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল নবাব। রাজ্যের

যুক্তি ছিল, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে ডিএ দিতে হলে প্রায় ৪১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। যা রাজ্য সরকারের কোষাগারের প্রেক্ষিতে বর্তমানে বহন করা অসম্ভব। পাল্টা রাজ্যের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের আইনজীবীর দাবি ছিল, বকেয়া ডিএ দিতে হলে রাজ্যের উপর বিশাল অঙ্কের আর্থিক বোঝা চাপলে ডিএ সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য অধিকার। এর থেকে তাঁদের কখনওই বঞ্চিত করা যাবে না। এরপর ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর ডিএ মামলাটি শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। এরপর থেকে বারবার পিছোচ্ছে ডিএ মামলার শুনানি।

৫ বছর বেতনহীন কম্পিউটার শিক্ষকরা কালীঘাটে আসতেই হিঁচড়ে সরাল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : মাথার ওপর গনগনে সূর্য। পায়ের তলায় রাস্তার পিচ যেন জ্বলন্ত লাভা। তবু ভরদুপুরে কালীঘাটের রাস্তায় বসে তাঁরা। কারণ, ৫ বছর তাঁদের বেতন দেয় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মঙ্গলবার ন্যাশনাল স্কিল ইন্ডিয়ায় কম্পিউটার শিক্ষকদের টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পথ পরিষ্কার করল পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে কালীঘাট ফায়ার স্টেশনের সামনে জড়ো হন স্থল ইন্ডিয়ায় কম্পিউটার শিক্ষকরা। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পে কাজ করেছেন তাঁরা। ক্যান্সারী প্রকল্পের অধীনে গ্রামের ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কিন্তু ৫ বছর ধরে বেতন পাননি তাঁরা। হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা এগোতে থাকেন।

হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢোকান মুখে ব্যারিকেড করে তাদের আটকায় পুলিশ। এরপর রাস্তার ওপরেই বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। আগাম খবর না থাকায় সেখানে পুলিশি বদোস্ত ছিল কমা। মিনিট দশেকের মধ্যে মহিলা পুলিশসহ বাহিনী পৌঁছায় সেখানে। টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের রাস্তা থেকে সরায় তারা। আন্দোলনকারীদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ষড়দের কালীঘাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, হকের টাকা আদায় করেই ছাড়বা।

নবাবের বৈঠকে কাটল না কুড়মি জট

স্টাফ রিপোর্টার : নবাবের বৈঠকেও কাটল না কুড়মি আন্দোলনের জট। দু ঘণ্টার বৈঠকেও অধরা রকাসুত্র। আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিদের দাবি, তাঁদের দাবিদাওয়া মানার আশ্বাস দেয়নি রাজ্য সরকার। ফলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক করবে। শেখাগুলির টাটা-মুন্সাই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে যে অবস্থান চলছে, তার ভবিষ্যত ঠিক করতে মঙ্গলবার রাতে বৈঠকে বসবেন কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিরা।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটায় নবাবে মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন কুড়মি সমাজের ৫ প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুড়মি সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভাপতি রাজেশ মাহাতো, একই সংগঠনের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক কৌশিক মাহাতো ও সদস্য অভিজিৎ মাহাতো। বাকি দুজন দুই পৃথক সংগঠনের সদস্য-আদিবাসী জনজাতি কুড়মি সমাজের রাজ্য সভাপতি শিবাজি মাহাতো এবং কুড়মি সেনার সদস্য সুদীপ মাহাতো। বৈঠক শেষে প্রতিনিধিদের দাবি, আমাদের দাবিদাওয়া রাজ্যকে জানিয়েছি। কিন্তু তা পূরণের আশ্বাস দেননি। ফলে এই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি।

বৈঠকে কুড়মি সমাজের প্রতিনিধি রাজেশ মাহাতো জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় আদিবাসী মন্ত্রক একাধিক সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে ২০১৭ সালে রাজ্যের কাছে কমেস্ট-জাস্টিফিকেশন চেয়েছিল সিআরআই রিপোর্টের উপর। ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট পাঠানো হয়নি। ২০২৩-এর ৯ ফেব্রুয়ারি যে কমেস্ট-জাস্টিফিকেশন পাঠিয়েছে তাও পুরনো। ২০১৫ সালের। আমাদের দাবি ছিল, কমিটি গঠনের। কিন্তু সেকথা উনি শোনেননি। তাঁদের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রের তরফে বিশেষ কিছু বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিল রাজ্যের কাছে। কিন্তু সেই প্রশ্নের জবাব রাজ্য দেয়নি বলেই দাবি কুড়মিদের।

এদিকে রেলপথ অবরোধ থেকে সরে এলেও খেমাশুলিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলছে। সেই কর্মসূচির ভবিষ্যত নিয়ে আজ রাতে বৈঠকে বসে কুড়মিরা। এদিকে অবরোধ প্রসঙ্গ তৃণমূলের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়, আপনাদের আবেগ বুঝতে পারছি, আপনাদের পাশে আছি। কিন্তু এই রাস্তা, রেল অবরোধ করবেন না। এতে সাধারণ মানুষের সমস্যা হয়। আপনারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করুন, দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস নৈতিকভাবে আপনাদের সঙ্গে দল ছিল, আছে।

শওকতের বিরুদ্ধে মামলা নওশাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ। এবার ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। অবিলম্বে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঘটনার সুত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে। ধর্মতলায় অশান্তির ঘটনায় ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রায় ৪২ দিন জেল হেফাজতে ছিলেন তিনি। এই দীর্ঘ সময়ে শাসকদলের নেতারা বিভিন্নভাবে আক্রমণ করেছেন নওশাদকে। অশান্তির ঘটনায় তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। দাবি, ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



মঙ্গলবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি ও রাজ্য শিক্ষায় নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এসএফআই’র মিছিল। ফটো : দিলীপ ভৌমিক

মহিলা নেত্রী রেনুবালা মন্ডলের জীবনাবসান



নিজস্ব প্রতিনিধি : সিপিআইয়ের এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির

নেত্রী রেনুবালা মন্ডলের জীবনাবসান হয়েছে সোমবার রাত ৯.৫ মিনিটে। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন বেশ কিছু দিন।

গোবরডাঙা বাদে খাটুরাতে কমরেড রেনুবালা মন্ডলের বাড়ি। অসুস্থ হবার পর থেকে মধ্যমগ্রামে মেয়ে তৃপ্তি মন্ডলের বাড়িতে থাকতেন। সোমবার হঠাৎ করে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড রেনুবালা মন্ডলের স্বামী প্রয়াত কমরেড কার্তিক মন্ডল সিপিআই ও কৃষক আন্দোলনের লড়া়াকু নেতা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি একাকী হয়ে পড়েন। মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লেও কমিউনিস্ট পার্টি এবং মহিলা আন্দোলনের ময়দান তিনি ছাড়েনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুরারোগ্য ক্যানসার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির এবং মহিলা আন্দোলনের কমরেডদের প্রাণের মত ভালো বাসতেন। মহিলা সমিতি এবং পাটির মিটিংয়ে, সম্মেলনে শুধু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণই নয়, বক্তৃতা এবং গান এবং কবিতার

মধ্য দিয়ে সবাইকে আনন্দে রাখতেন। নিজেও গান ও কবিতা লিখতেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র ডাঃ আশিস মন্ডল, দেবাশিস মন্ডল, কন্যা তৃপ্তি মন্ডল, জামাতা ডগন মন্ডল সহ দুই পুত্র বধু, নাতি–নাতনী এবং অগণিত তাঁর ভক্ত মহিলা এবং পাটির কমরেডদের রেখে গেছেন। যাটের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। গোবরডাঙা অঞ্চলে মহিলা সমিতি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহিলা সমিতির উদ্যোগে কর্মরত মহিলাদের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য বাদেখাটুরায় নিজেদের জায়গা দেওয়া জমিতে দুই ক্রেশ খোলেন। গাইঘাটার সুটিয়া অঞ্চলের মহিলাদের উপর সমাজ বিরোধীদের নির্যাতনের প্রতিবাদে

গাইঘাটার মহিলা আন্দোলনের নেত্রী ছবি দেব এবং রেনুমন্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের উদ্যোগেই তৎকালীন রাজ্য মহিলা কমিশন এলাকা পরিদর্শনে যান। ১৯৭৪ সাল নাগাদ সিপিআইয়ের সদস্য পদ লাভ করেন। সিপিআইয়ের গোবরডাঙা আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা কমিটির সদস্যা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির রেনুবালা মন্ডল মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কা্যকরি সভানেত্রীও ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মরদেহ প্রথমে মধ্যগ্রামের এল আই সি কলোনী মেয়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর বারাসতের রথতলায় সিপিআইয়ের জেলা পাটি অফিস ভবানী সেন ভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁর মরদেহে রক্ত পতাকা প্রদান করেন সিপিআইয়ের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক শৈবাল ঘোষ। মরদেহে ফলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা ভ্রান্তি অধিকারি, সিপিআইয়ের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অসীম ঘটক, কুমারেশ কুণ্ডু, অমলেন্দু দেবনাথ, রনজিৎ কর্মকার, সুবীর মুখার্জি, সওকত আলি, ইয়াকুব আলী, পাটির জেলা দপ্তরের সম্পাদক শৈলজা খাঁ, সিপিআইয়ের গোবরডাঙা আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক বিধান রায়, বারাসাত আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে শঙ্কর নন্দী, মহিলা সমিতির উমা বসু এবং কালান্তর সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য আব্দুল অলিল।

মরদেহের সঙ্গে দুই পুত্র, কন্যাসহ অন্যান্য আত্মীয় পরিজনরা এসেছিলেন। কমরেড রেনুবালা মন্ডলের মৃত্যুতে সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক শৈবাল ঘোষ এবং মহিলা সমিতির নেত্রী ভ্রান্তি অধিকারী শোকজ্ঞাপন করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। পানিহাটি রতনাবুর ঘাটে কমরেড রেনুবালা মন্ডলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। শেষকৃত্যের সময় তাঁর আত্মীয় পরিজনদন ও কমরেডদের সঙ্গে মহিলা সমিতির নেত্রী ভ্রান্তি অধিকারি, উমা বসু, সিপিআইয়ের গোবরডাঙা আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক বিধান রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কোটি কোটি টাকা আত্মস্মাৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংঘের কোষাধ্যক্ষ–সহ ব্যাঙ্কের দুটি সিএসপির বিরুদ্ধে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাপক বিক্ষোভ। বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রায় ২০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কয়েকশো সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছে স্থানীয় বাম নেতৃত্ব। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ। অভিযোগ, এলাকার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নথিপত্র কৌশলে হাতিয়ে নকল ও জাল নথি তৈরি করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। একটি র‍াষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও স্থানীয় দুটি সিএসপির সহযোগিতায় লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে তুলে নেয় ওই সংঘের কোষাধ্যক্ষ পিংকি গড়াই। প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ ৮৫ হাজার ঋণ নিয়ে আত্মসাত করা হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, পিংকি গড়াই ও অভিযুক্ত দুই সিএসপি কর্মীর শাস্তির দাবিতেই এই আন্দোলন। মানিকবাজার এলাকায় মিছিল করার পাশাপাশি গোষ্ঠীর সদস্যদের দাবি তাঁরা কোনোরূপ ঋণ নেয়নি। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও সিএসপির প্রত্যক্ষ মদতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্যাশ ক্রেডিট একাউন্ট ব্যবহার করে প্রতিটি গোষ্ঠীর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসা করা হয়েছে। এমনকি পরে সেই গোষ্ঠীগুলির কাঁখেই ভুয়া ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে ওই ঋণের দায় থেকে মুক্তি না দেওয়া হলে আগামীদিনে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে, দাবি বিক্ষোভকারীদের। বাম নেতৃত্বের দাবি, এই কোটি কোটি টাকা তছরূপের ঘটনায় সংঘর কোষাধ্যক্ষ ও ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অবিলম্বে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই ঋণ পরিশোধ করা হোক, দাবি সাংসদের।



মঙ্গলবার বাঁশদ্রোণীর গাছতলা এলাকায় ভস্মীভূত কাঠের গুদাম।

 ফটো : কালান্তর

সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, পাথর খাদান, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিকদের ফুসফুসে বাসা বাঁধছে মারণ রোগ সিলিকোসিস। পাথর ভাঙতে গিয়ে সেই গুঁড়ো নাকে ঢুকে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে শ্রমিকদের। শুকিয়ে যেতে শুরু করছে শরীর। এই সমস্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। এবার এ প্রশ্নেরই জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট।

সিলিকোসিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিহার, বাড়খণ্ড–সহ বেশ কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই আইন কার্যকরী করা হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক

সাহায্যের ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু রাজ্য এক্ষেত্রে কতদূর এগোলো? সেই উত্তরই এবার চাইল হাইকোর্ট। এই সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ২০২১ সালে রাজ্য যে গাইডলাইন তৈরি করেছিল, তা বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে? এই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্যকে পেশ করতে বলল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেষ্ধ। আগামী ৯ মে’র মধ্যে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সিলিকোসিসে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। পশ্চিমবঙ্গেও

যাতে হরিয়ানা মডেলে সিলিকোসিস আক্রান্ত ও মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করে, আদালতকে সেই নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। সেই মামলার শুনানিতেই মঙ্গলবার হাইকোর্ট রাজ্যকে সমস্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিল। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গে বৈধ তথা নথিভুক্ত পাথর খাদানের বাইরেও অবৈধভাবে কাজ করছে বহু যন্ত্র। আর তাতেই বাড়ছে ঝুঁকি। অন্তত সাড়ে ছ লক্ষ শ্রমিক সিলিকোসিসের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

নতুন রায়ে ডিএলএড পাঠরতরা চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্রাত্য

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে দেওয়া বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেষ্ধ। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দেয় বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেষ্ধ। এই নির্দেশের ফলে ২০২০–২২ শিক্ষাবর্ষের ডিএলএডের ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিকের চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। গত বছর ২৯ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশিকায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছিল ২০২০–২০২২ শিক্ষাবর্ষে ডিএলএড পাঠরতরাও চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রশিক্ষণ শেষ না হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তারা।

জেলা পরিষদ অভিযানে পুলিশের অমানবিকতা

১ পৃষ্ঠার পর
হয়েছিল। কেন পুলিশ ব্যারিকেড করেছে, তা নিয়েই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। দীর্ঘক্ষণ পুলিশের সঙ্গে বচসা, ধস্তাধস্তির পর ব্যারিকেড ভেঙে বাম ছাত্র–যুব কর্মী ও সমর্থকরা জেলা পরিষদের মূল গেটের সামনে পৌঁছে যান। জেলা পরিষদের লোহার গেটের উপর পড়লেন তাঁরা? তাহলে কি উঠে পড়েন তাঁরা। গেট উপকে ভিতরে ঢুকে পড়েন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। সবমিলিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যায় বাম পুলিশ মোতায়েন ছিল। জেলা ছাত্র–যুবদের এই কর্মসূচি ঘিরে।

বাম ছাত্র–যুবদের স্রোত আটকাতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ মারমুখী হয়ে ওঠে। নির্মমভাবে লাঠি চালায়। ধস্তাধস্তি চালায়। তাতে অনেক কর্মী–সমর্থক আহত হন।

ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, কীভাবে এত পুলিশ মোতায়েন থাকার পরেও লোহার গেট উপকে ভিতরে ঢুকে পড়লেন তাঁরা? তাহলে কি পর্যাণ্ড পুলিশ মোতায়েন ছিল না? জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অবশ্য জানাচ্ছেন, পর্যাণ্ড পুলিশ মোতায়েন ছিল। জেলা পরিষদ চত্বরের ভিতরেও হলুধুল

কাণ্ডের দৃশ্য স্পষ্ট। জেলা পরিষদ চত্বরে বেশ কয়েকটি টবও ভেঙে গিয়েছে। আন্দোলনকারী বলছেন, সহজপাঠে পড়েছি, মঙ্গলবার জঙ্গল সাফ করার দিন। আজ তৃণমূলের যে দুর্নীতি জমে রয়েছে জেলা পরিষদে, আমরা তা সাফ করতে এসেছিলাম। পুলিশকে আমরা আগেও বলেছিলাম, আপনারা পারবেন না আমাদের সঙ্গে। ভূমসে না হো পায়েগা। ওরা কথা শোনেনি, তিন–চারটে ব্যারিকেড করল। ব্যারিকেড না করলে হয়ত জেলা পরিষদের গেট ভাঙত না। মানুষের চাপে জেলা পরিষদের গেটটা ভাঙল।

আগুণ বরাচ্ছে সূর্য

স্টাফ রিপোর্টার : বৈশাখ শুরু হতে এখনও বেশ কয়েকদিন বাকি, তার আগে ঠেঁজ মাসের শেষের ক’দিন মাত্রাছাড়া गरমে জেরবার বঙ্গবাসী। বিশেষ করে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে আগুন বরাচ্ছে সূর্য, যার জেরে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুর্কলিয়ায় ৪০ ডিগ্রির গণ্ডিও পার হয়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন রাজ্যের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করছে আবহাওয়া দফতর। বিশেষ প্রয়োজন না হলে সাংসালের দিকে বাড়ি ছেড়ে না বেরোতেই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শওকতের বিরুদ্ধে মামলা নওশাদের

১ পৃষ্ঠার পর
সেই সময় ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নওশাদের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনের যোগ করেছে বলে দাবি করেন। শুধু তাই নয়, নওশাদের সঙ্গে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আদালতের দ্বারস্থ হলেন আইএসএফ বিধায়ক।

মঙ্গলবার সকালে ব্যাঙ্কশাল

আদালতে যান ভাঙড়ের বিধায়ক। তিনি তৃণমূল বিধায়ক শওকত

গড়িয়ায় কাঠের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী–কাউন্সিলার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গড়িয়ার ব্রহ্মপুরে কাঠের গুদামে ভয়াবহ আগুন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ গুদামটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে প্রথম দমকলের ৫টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে আগুনের লেলিহান শিখা দাঁড়াউ করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়েছে। এই মুহূর্তে ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে বলে খবর। গুদামটি একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। তবে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এত বড় অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, ব্রহ্মপুুরের শেখ পাড়ায় ভস্মীভূত কাঠের গুদামটির মালিকের নাম উমেশ শর্মা। দাহা পদার্থ থাকায় আগুন এতটা ছড়িয়ে পড়েছে।

আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে শেখ পাড়া অঞ্চলের এলাকাবাসীই জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। তারপর পৌঁছয় দমকল। গলি সরু হওয়ায় দমকলের গাড়ি ঢুকতে প্রচুর সমস্যা হয়। শেষমেশ দেওয়ালের একাংশ ভেঙে তবেই গাড়ি ঢোকার ব্যবস্থা হয়। এই দেরির জন্য ব্যাপক ক্ষুদ্র স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় কাউন্সিলর গোপাল রায়কে ঘিরে ভীরা বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ততক্ষণে অবশ্য আগুন ছড়িয়েছে পাশের বহুতলগুলিতে। সেখানকার জলের পাইপ আগুনের তাপে গলতে শুরু করেছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। দেখাবেন তদন্তকারীরা। কীভাবে এছাড়া বহুতলের কাঠের জনলার আগুন লাগল, তা এখনও জানা

বহুতলের ছাদ ঢালাইয়ের জন্য রাখা কাঠের পাটাতনও পুড়ে গিয়েছে।

এলাকাবাসীর ক্ষোভের মাঝে তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেন কাউন্সিলর। তিনি জানান, এখন আগুন নেভানোই মূল কাজ। আগুন নেভানোর কাজে প্রথমে স্থানীয় ছেলেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁরাই সবাইকে বাঁচান। ওঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। একই বক্তব্য অরূপ বিশ্বাসেরও। গুদামটি লাইসেন্স ছাড়াই তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে সেই অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি কাউন্সিলর ও মন্ত্রী। তাঁদের বক্তব্য, আগে আগুন নেভানোই লক্ষ্য। তারপর আইনি দিকটি খতিয়ে দেখাবেন তদন্তকারীরা। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি।

শক্তিগড়ে ফের

খুন, প্রেফতার খুনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফের নৃশংসভাবে খুন। ঘটনাস্থল ফের সেই শক্তিগড়া। সোমবার রাতে তন্ময় মালিক নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি স্থানীয় হিরাগাছি ঘোষপাড়ায়। ঘটনাস্থল থেকে আততায়ীর সাইকেল উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার পর আততায়ী কালনায় পালিয়ে গেলেও শেখরক্ষা হল না। খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে রাধি মুমু ওরফে পিণ্টু। কী কারণে খুন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কয়লা মাফিয়া রাজু বা খুনের ঠিক ১০ দিনের মধ্যেই ফের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী শক্তিগড়ে। সোমবার রাতে যেখানে তন্ময়ের রক্তাভ দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখান থেকে বড়জোড় দেড় কিলোমিটার দূরে খুন করা হয়েছিল রাজু ঝাঁকে। জানা যাচ্ছে, তন্ময়দের বাড়ি হিরাগাছিতে। প্রায় একবছর ধরে হুগলির চন্দননগরে মা পূজা মালিক ও বোনের সঙ্গে থাকতেন। আইটিআই পাশ করে একটি সংস্থায় তন্ময় কাজকতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ঠাকুমা তারা মালিক।

তবে তন্ময় নিয়মিত হিরাগাছিতে তাঁর বাবা তাপস মালিক–সহ অন্যদের কাছেও আসতেন। এখানে এক বন্ধুর বাড়িতেও মাঝেমাঝে থাকতেন। তারা মালিক জানান, এদিন ভোরে তন্ময় হিরাগছিরে বাড়িতে এসেছিল। ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট প্রয়োজন বাইরে চাকরিতে যাওয়ার জন্য। সেটা করাতেই এখানে এসেছিল বলে তারাদেবী জানান। তন্ময়ের বাবা তাপস মালিক বলেন, এদিন বিকেলে ট্রেন ধরে চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল ছেলের। বিকেলে বাবার বাইকে চেপে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ধরবে বলে আমার বাইক থেকে নেমে যায়। আমিও চলে যাই। তারপর এমন ঘটনা ঘটতে পারে বুঝতে পারিনি।

সক্কের মুখে গ্রামের অদূরে ইটভাটা এলাকা থেকে বাঁচাও বাঁচাও চিংকার শুনতে পান স্থানীয়রা। খারাপ কিছু অনুমান করেন তাঁরা। খবর চাউর হয়ে যায়। এলাকার লোকজন গিয়ে দেখেন রক্তাভ অবস্থায় পড়ে রয়েছে তন্ময়ের নিখর দেহ। খবর পেয়ে শক্তিগড় থানার পুলিশ যায়। দেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় বাসিন্দা রঘুনাথ ঘোষ আততায়ী পিণ্টু ওরফে রাধি মুর্মুর সঙ্গে তন্ময়ের গভীর সম্পর্কের কথা পুলিশকে জানিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে রাধির খোঁজ শুরু করে পুলিশ। কালনা থেকে মঙ্গলবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

ঘুঘুর বাসা ভাঙতে গিয়েই কি নেতৃত্বের কোপে মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা পুরনিগমে নিয়োগ, মিড ডে মিল–সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদের। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন পার্কিং। গাড়ি পার্কিংয়ের টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে কলকাতা পুরনিগমে। পুরকর্মীদের একাংশের অভিযোগ, টেন্ডার ছাড়াই শহরের ২৭০টি পার্কিং লট চলে বলে অভিযোগ। ৩২টি সমবায় এবং ২০টি এজেন্সি তার দায়িত্বে। সমবায় ও এজেন্সিগুলির অধিকাংশই শাসকদের অনুগামীদের বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, সেই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। পার্কিং লট বন্টনের শেষ ফিজিকাল টেন্ডার হয়েছিল ২০১৪ সালে। এরপর নতুন করে টেন্ডার হয়নি। সূত্রের খবর, যীরা টেন্ডার পেয়েছিলেন, তাঁদের বছরের পর বছর এক্সটেনশন দিয়ে রাখা হচ্ছিল। বাড়তি ফি দিয়ে টেন্ডারের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছিল বলেও অভিযোগ। এই প্রক্রিয়া একেবারেই বেআইনি।

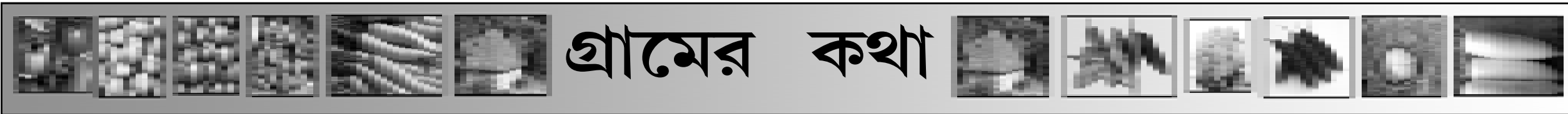
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এই ধরনের এক্সটেনশন বা টেন্ডার না হওয়ার প্রক্রিয়ায় মাথা গলিয়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে তিনবার ফাইল পৌঁছেছিল মেয়রের টেবিলে। তিনি বিষয়টিতে সহমত পোষণ করে ফিজিকাল টেন্ডার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ই–টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যাবতীয় কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।

বকেয়ার দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন চা বাগানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তরবঙ্গের চা বাগানে আবার শ্রমিক আন্দোলনের আঁচ। বেতন দেওয়া নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টালবাহানার অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নেমেছেন রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিকরা। মঙ্গলবার তাঁরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। সোমবার রাত থেকেই আলিপুরদুয়ারের রায়মাটাং চা বাগানে আন্দোলন শুরু করেন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার সকালে কাজে যোগ না দিয়ে চা বাগানের কারখানা ও বাগান কর্তৃপক্ষের বাংলা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। শ্রমিকদের অভিযোগ, ২৮ দিন ধরে বেতন বকেয়া রেখেছে বাগান কর্তৃপক্ষ। বারবার সময় দিয়েও তা পূরণ করতে পারছে না। বেতন চাইলে খালি আজ দেব, কাল দেব করে গড়িমসি করছে। শ্রমিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রায়মাটাং চা বাগানে উত্তেজনা ছড়ায়। বাগানের ম্যানেজারের বাংলা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুদ্র শ্রমিকরা। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এসে হাজির হয় পুলিশ। ক্ষুদ্র শ্রমিকদের দাবি, গত ২৮ দিনের বেতন বাকি ফেলে রাখায় তাঁরা সংসার চালাতে পারছেন না। বেতন না পেলে আন্দোলন তুলবেন না বলেও জানিয়ে দেন শ্রমিকরা।

সিবিআই পরিচয়ে প্রতারণা, ধৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার : সিবিআই আধিকারিক পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ। পানশালাার লাইসেন্স করিয়ে দেবে বলে রাজারহাটের বাসিন্দার কাছ থেকে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। হাওড়া থেকে প্রেফতার ভুয়া সিবিআই আধিকারিক। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শুভজিৎ বার্কই। সূত্রের খবর, গত ২৫ মার্চ রাজারহাটের বাসিন্দা বিপ্লব অধিকারী, রাজারহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিপ্লবের অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই ভুয়া অফিসারকে প্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে চিনার পার্কে একটি হোটেলে গিয়ে শুভজিৎ বার্কই নামে ওই ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় অভিযোগকারী। অভিযোগ ধৃত শুভজিৎ, নিজেকে সিবিআই আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে, পানশালাার লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সিবিআই পরিচয়েই বিপ্লবের থেকে ধাপে ধাপে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্ত। এরপর দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও পানশালাার লাইসেন্স পাইয়ে দেয়নি অভিযুক্ত। অবশেষে রাজারহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিপ্লব। বিপ্লবের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে রাজারহাট থানার পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ধরে সোমবার হাওড়া থেকে শুভজিৎ বার্কইকে প্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে বারাসাত আদালতে তোলা হবে। ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তদন্ত করে দেখছে রাজারহাট থানার পুলিশ। এছাড়া ধৃতের থেকে সেট্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ফোর্স ট্রাস্টের নামে একটি পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।



পরিত্যক্ত সবজির গোড়া ও গাছ যখন গুরুত্বপূর্ণ ডেকোরেশন সামগ্রী

সুতপা সরকার

পরিত্যক্ত, জমিতে পড়ে থাকা সবজির গোড়া, গাছ শিল্পের হোঁয়া পেয়ে আজ হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ডেকোরেশন সামগ্রী। কি ফুলকপি, কি বাধাকপি সবজি সংগ্রহের পর গাছের গোড়া অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকে মাঠে। বেগুন মরসুম জুড়ে সংগ্রহ করার পর বুড়ো গাছের ও একই দশা, জমি পরিষ্কার করে পরবর্তী ফসল বুননের আগে জমি পরিষ্কার করাই কৃষকের দায়। রাস্তার ধারে, বনে জঙ্গলে অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকে হোয়াইট লেডি যাকে চলতি ভাষায় বনজ সরষে গাছ বলা হয়। জঙ্গল দশায় তার গুরুত্ব তলানিতে, শুধু তাই নয় গাঙ্গুল গাছের এলোমেলো ডাল কোন কাজেই লাগে না, সুপারি গাছের পরিত্যক্ত খোল জমির সমস্যা বাড়ায়। কিন্তু না, এই গাছের গোড়া, ডালপালা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ভ্যালু অ্যাড করে তার মূল্য যেমন বেড়েছে ঠিক তেমনি এই অবহেলার সামগ্রীগুলোই আজ হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ডেকোরেশন সামগ্রী। বড় মাঝারি শহরের বহুমুখী অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে সাজাতে যে সামগ্রীগুলির জুড়ি মেলা ভার। সুন্দর ডেকোরেশন, সাজসজ্জা দেখে বোঝাই যাবে না অবহেলিত, ফেলে দেওয়া সামগ্রীগুলোই ফুটিয়ে তুলেছে মূলগেট সহ গোটা ডেকোরেশন ব্যবস্থাটাকে।

আমরা এই পরিত্যক্ত সামগ্রী এবং তার ভ্যালু অ্যাড বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম নগরউখড়ার হাপানিয়া খ্রিস্টানপাড়ার তারক দাসের সঙ্গে। তিনি জানান উল্লেখিত সামগ্রীগুলি কৃষকের মাঠ থেকে সংগ্রহ করা হয়। বেশির ভাগ কৃষক এর জন্য মূল্য চায় না। জমি পরিষ্কার করে দিলেই খুশি। তার মধ্যে কেউ কেউ এক বিশেষ বেগুন গাছ বাবদ হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। গাঙ্গুলের ডাল কাটার বিষয়ও তাই। হোয়াইট লেডি সংগ্রহে পয়সা লাগে না। যারা পরিত্যক্ত সামগ্রীগুলো সংগ্রহ করে থাকেন তাদের দৈনিক মজুরি দিতে হয়। সঙ্গে মোটরভ্যান ভাড়া আছে।

বাড়িতে আনার পর বিশেষত কপি গাছের গোড়াগুলোকে শুকাতে হয়। মাঠেও শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শুকনো গোড়াগুলোর শেকড়, আবর্জনা কেটে তিন থেকে চার ইঞ্চি সাইজের ফুর্দানির আকৃতি দেওয়া হয় গোড়াগুলোকে। বেগুন গাছের ক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয় অতি ছোট ডালপালাগুলোকে কেটে ফেলা

হয়। গাঙ্গুল এবং হোয়াইট লেডির ক্ষেত্রেও গাছ শুকিয়ে ফেলা হয়। তারপর এই ডালগুলোকে বিশেষ কেমিক্যাল দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে সাদা বর্ণের রূপ দেওয়া হয়। যাতে মূল ছালের কোন বর্ণই থাকে না। দেখতেও ভালো লাগে। ক্ষুদে শ্রমিকরাই সবজির গোরা এবং ডালপালা গুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্বে থাকে। এক ছোট বস্তা কপির গোড়া পরিষ্কার করে তারা পায় ১০ টাকা। প্রত্যেকেরই টার্গেট থাকে ১০ বস্তা অর্থাৎ ১০০ টাকা। তবে তা নির্ভর করে কপির গোড়া সরবরাহ এর উপর। বেশি হলে বেশি রোজগার, কম হলে আয়ে

বাজার গুলোতে মূল্যত বিক্রি হয়। এই ডেকোরেশন সামগ্রীগুলোর একটা বড় অংশ যায় কলকাতার মল্লিকঘাট ফুল বাজারে, একটা অংশ যায় ঠাকুরনগরে, রানাঘাট নোকারি ফুলবাজারে। তারই সঙ্গে অন্যান্য আরো ফুল বাজার তো আছেই।

ভ্যালু অ্যাড কপির গোড়া বিক্রি হয় ৬০ থেকে ১০০ টাকা কেজি। সিঙ্গেন অনুযায়ী বাজার আপডাউন করে। বেগুন গাছ বিক্রি হয় ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা প্রতি ১০ টা বাউন্ড, বনজ সরষে গাছ ১৮০ থেকে ২৪০ টাকা কেজি। গাঙ্গুলের ডাল প্রতি ১০ টা বাউন্ড ৪০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা। সিঙ্গেন



ভাটা। কপির সিজন জুড়ে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস চলে এই কাজ। বেগুনের উৎপাদন যেহেতু বছর জুড়ে চলে তাই সরবরাহের সময় নির্ধারিত নেই। অন্যগুলোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কপির গোড়ার সীজন শেষ পর্যায়ে। অন্যগুলো সিঙ্গেন নেই।

এই গাছগুলি প্রথমত শুকিয়ে

গরম জলে কেমিক্যাল মিশিয়ে মিশ্রণে চোবানো হয়। তাতে গাছ বা গোড়া শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। তারপর তা শুকিয়ে কখনো সাদা, আবার কখনো বিশেষত কপির গোড়ার ক্ষেত্রেও হরেক রকম কালার করা হয়।

ভ্যালু অ্যাড হয়ে গেল।

এবার বাজারে পাঠানোর পালা।

এগুলোর রাজ্যের ফুল হাট কিংবা

গ্রামের কথা

হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চল

ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ চেয়ে জোট বাঁধছেন আদিবাসীরা

শায়েস্তা খাঁ

বুনো হাতির তাণ্ডবে ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন। সেখানকার সামগ্রিক অর্থনীতি এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। সবচেয়ে সংকটে পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীরা। আগে একটা নির্দিষ্ট করিডর ছিল। হাতির গতিপ্রকৃতি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এলাকার নাগরিকদের রপ্ত ছিল। কিন্তু তা আজ বিদ্বিগ্ন। আজ শুধু জঙ্গলে নয় সমতলেও হাতিরা দাপাদাপি করছে। শুধু কৃষিজ ফসল বিনষ্ট নয়, বাড়িঘর ভাঙ্গা নয়, হাতির আক্রমণে বেঁচে থাকাটাই এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। আক্রমণের রীতিনীতিতেও পরিবর্তন এসেছে। আগে থেকে বোঝবার কোন উপায় নেই। স্থানীয় আদিবাসীরা বৃহত্তর আকারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপাত মোকাবিলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা চায় সরকারি নজরদারি, ক্ষতিপূরণের সরকারি প্যাকেজ। যে প্যাকেজ তাদের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে, বাসস্থানের নিরাপত্তা, কর্মের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে নিরাপত্তার সঙ্গে জীবনের নিরাপত্তাও দেবে।

হাতির আক্রমণের বড় শিকার ঝাড়গ্রাম জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাঞ্চল। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম, বেলপাহাড়ি, সাঁকরাইল, বিনপুর, গোপীবল্লভপুর, জামবনী সহ সমগ্র বনাঞ্চল এবং সংলগ্ন সমতল, একই সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি, গড়বেতা এক দুই তিন, এবং খড়াপুরের এক ও দুইয়ের



একাংশ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বনাঞ্চল এবং বন ঘেঁষা বেশ কিছু অংশ আজ হাতির চারণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। যাদের মূল বাসস্থান দলমা পাহাড়, ঝাড়খন্ড এবং বিহারের বনাঞ্চল।

কিন্তু আদি বাসস্থান এলাকায় মহামূল্যবান খনিজ সম্পদের সন্ধান মিলেছে, সন্ধানের এলাকা দিনে দিনে বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই বনাঞ্চল সাফ করে সেই এলাকা ফাঁকা করে দিচ্ছে, পাহাড় ফাটাবার জন্য ডিনামাইট চার্জ করতে হচ্ছে। তাই আজ আর হাতির নিরাপদ নয় তাদেরই আদিবাসস্থান

এলাকায়। যেমন নিরাপদ নয় আদিবাসীরা তাদেরই নির্দিষ্ট বনাঞ্চলে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় হাতিকুলের খাদ্যভাব ঘটছে। ঘটছে পানীয় জলের অভাব। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা ছুটছে বনাঞ্চল লাগোয়া সমতলেও। আর তাতেই সামগ্রিক সংকট বাড়ছে।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে উল্লেখিত এলাকাগুলোর কৃষিজ ফসল সংকটে। ধান, আলু, তিল, সবজি ফসল, ফলের গাছ বিশেষত কলা আজ হাতিদের টার্গেটের শিকার। একটা দুটো নয় যে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে তারা দলবদ্ধভাবে আসছে। তাণ্ডব

চালাবার পর ঐক্যবদ্ধ আদিবাসী মানুষের মশাল এবং বাজির তারা খেয়ে পুনরায় অভুক্ত পেটে জঙ্গলে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে। আগে তাড়া খাওয়ার দীর্ঘদিন বাদে তারা উক্ত এলাকায় আসতো, এখন তাদের মন থেকেও ক্রমশ ভয় উধাও হয়ে যাচ্ছে। পেটে খিদে, গলায় তেষ্টা থাকলে যা হয় আর কি। আগে বনাঞ্চল এলাকায় বৃক্ষরাজি রক্ষা করবার প্রয়োজনে, বনজ সম্পদের তেষ্টা নিবারণের জন্য ক্যানেল এর ব্যবস্থা ছিল। তার একটা বড় অংশ আজ অচল। ক্যানেলে যদি জল থাকতো তবে এপার থেকে ওপারে আসা

হাতিদের ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হত। পানীয় জলের সমস্যা ও মিটতো। তাই আদিবাসী নাগরিকদের দাবি ক্যানেলগুলো সংস্কার করা অতি প্রয়োজন। যা সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। তাছাড়া বনের ভেতরে যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী আগে হতো। তারও উৎপাদন কমে গেছে। সেখানে মানুষের হাত পড়েছে। সেই বনাঞ্চল বিশেষ করে যে গাছে ফল হয় সেই গাছ প্রসারের প্রয়োজন আছে।

সরকার থেকে হাতির আক্রমণে মৃত্যু এবং ফসলের ক্ষতি হলে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার পরিমাণ এতই সামান্য যে তাতে গরিব পরিবারের কষ্টের সমাধান হয় না। তাই বনাঞ্চল লাগোয়া আদিবাসীদের দাবি ক্ষতিপূরণের আর্থিক প্যাকেজ বৃদ্ধি করা হোক, গ্রামবাসী নয় সরকারি কিভাবে হাতি তাড়াবে তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। কৃষিজ ফসলের যে ক্ষতি হয় তার ক্ষতিপূরণের পরিমাণও বৃদ্ধি করার দাবি করছে আদিবাসীরা। একই সঙ্গে তারা হাতির আক্রমণে মৃত্যু হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি প্রদানের দাবিও তুলেছেন। তাদের ধারণা হাতিকে পুরোপুরি তাড়ানো আর খুব একটা সম্ভব হবে না। তাদের নিয়্যেই থাকতে হবে। তাই বিপদ-আপদে সরকার যেন পাশে থাকে সেই দাবিগুলো তুলতেই তারা অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চল এর ভূমিপুত্ররা ক্রমশ সজ্জবদ্ধ হচ্ছে। আজ যার প্রয়োজন আছে বৈকি।

কৃষি কাজে সন্তানের অনীহা

অপ্রচলিত সবজি চাষ থেকে সরছেন কামদেবপুরের পবন বাগ

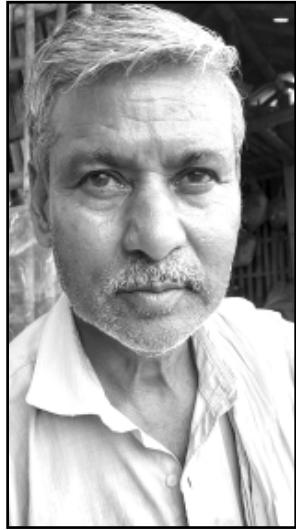
সুব্রত সরকার

অপ্রচলিত সবজি চাষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কামদেবপুরের পবন বাগ বিশেষ একটি নাম। যার হাত ধরে এ রাজ্যে শুরু হয়েছিল ব্রোকোলি, রেড ক্যাবেজ, চেরি টমেটো, লেটুস, বাঘচুই, লিক, সেরোলি, চাইনিজ ক্যাবেজ, ক্রমোফেন অর্থাৎ অপ্রচলিত সবজি চাষ। উপাদিত এই সবজিগুলি তিনি পাঠাতেন গ্রান্ড হোটেল, তাজ বেঙ্গল, পার্ক হোটেল, সেটারডে ক্লাব, হেল্লফুল ক্লাব, বিভিন্ন মল সহ প্রসিদ্ধ সমস্ত রেস্টুরেন্টে এবং হোটেলে। অতি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হলেও লোকাল বাজারে এই সবজিগুলোর চাহিদা তেমন নেই। বিভিন্ন দেশের পর্যটক এবং ধনীরা এই সবজিগুলির কদর বোঝেন। তাই সমস্ত স্টার হোটেলগুলোতে যখন ডিশ বানানো হয় তখন পবন বাগের ডাক পড়ে। বয়স কম ছিল তাই একসঙ্গে প্রোডাকশন এবং মার্কেটিং সামলে নিয়েছেন অনায়াসেই। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই মনের এবং দেহের জোর আজ আর নেই। তিনি আশা করেছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান বাবার দেখাদেখি কৃষি কাজেই নেমে পড়বেন। সে আশাতেই তিনি

ছিলেন। কিন্তু না, তা পূরণ হলো না। একমাত্র ছেলে বড় হলেও তার মন নেই কৃষিতে, সে চায় চাকরি। নিরাপদ জীবন। কোন রকম ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা তার মোটেই পছন্দ নয়। ছেলের অনীহা দেখে বাবার মন ভালো নেই। যে অপ্রচলিত সবজি বাবাকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্মান দিয়েছে। বিভিন্ন পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছে, সেই সবজি এখন মাঠ শূন্য। তার মধ্যে শুধুই চিকিৎসা আছে চেরি টমেটো। তবে তা আজ আর হোটেলে রেস্টুরেন্টে যায় না। লোকাল বাজারেই বিক্রি হয়। উৎপাদন এবং বিক্রি যা একসময় ছিল হাতের খেলা, তাই আজ শিকলে পরিণত হয়েছে। ছেলে পাশে থাকলে মার্কেটিং এর দায়িত্বটা নিলে আরেকবার চেষ্টা করে দেখতেন বলে জানান কামদেবপুর এলাকার বিশিষ্ট স্বনামধন্য কৃষক পবন বাগ।

অপ্রচলিত সবজি চাষ প্রসঙ্গে পবন বাবু জানান অপ্রচলিত সবজির বীজ, উপযুক্ত টেকনোলজি, সঠিক পর্যবেক্ষণ তার সঙ্গে মার্কেটিং ব্যবস্থা করতে করতে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারলে এই অপ্রচলিত সবজি চাষ অত্যন্ত

লাভজনক। বাজারে সাধারণ টমেটো যেখানে বিক্রি হচ্ছে গড়ে ১৫ টাকা কেজি, সেখানে চেরি টমেটো বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকার উর্ধ্বে। অন্যান্য অপ্রচলিত সবজিও তাই। তবে তার বাজার খোলা বাজার নয়,



পবন বাগ

বদ্ধ সুসজ্জিত ঘর। যেখানে গরিব ক্রেতার পা রাখা বারণ, মাঝারি এবং উচ্চবিত্তরাই তার খদ্দের, সমঝদার।

পবন বাগ জানান এই অপ্রচলিত সবজি চাষে তাকে উৎসাহিত করেছিলেন আমডান্স ব্লকের তৎকালীন কৃষি আধিকারিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। যিনি নবান্ন থেকে সদ্য অবসর

নিয়েছেন। শুধু তিনি নন কৃষি কাজে আগ্রহ বাড়াতে সঞ্জয়বাবুর জুরি মেলা ভার। সরকারি এবং কোম্পানির বহু পুরস্কার পবন বাগ পেয়েছেন। বহু বীজ উৎপাদক কোম্পানির ট্রায়াল কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে পবন বাগ এর জমিতে। অপ্রচলিত সবজি চাষে রাজ্যে নমুনা হয়ে উঠেছিলেন শ্রী বাগ। কৃষি কাজে সন্তানের আগ্রহ বাড়াতে না পারায় তিনি হতবাক, মন মরা। জীবনে কিছুই করতে পারলাম না বলে হতাশায় ঢেকে যান কখনো কখনো।

তিনি কৃষি উপকরণ সারের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে কীটনাশকের উর্ধ্বমুখী দর নিয়েও চিন্তিত। বিদ্যুৎ এর, বীজের চড়া দর পবন বাগের গভীর চিন্তার কারণ। তিনি জানান চাষের কষ্ট অব প্রোডাকশন যেভাবে বাড়ছে তা যদি চলতে থাকে, আরো উর্ধ্বমুখী হয় তবে কৃষকদের মধ্যে অনীহা আরো বাড়বে। প্রচলিত কিম্বা অপ্রচলিত যে সবজি চাষ করা হোক না কেন তা যদি লাভ না দেয় তবে কৃষকদের দুঃখ ঘুচবে না। বৃদ্ধি পাবে পারিবারিক অনীহা। তিনি বারাসত এফ পি ও –

এর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর। সমস্ত উপকরণই এফ পি সি'র মাধ্যমে কৃষকের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। কৃষকরা কম বেশি উপকৃত। সেখানেও বাড়ছে অনীহা। তিনি অবসর প্রাপ্ত বয়সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না এখন কি করা উচিত। পবন বাগের বিশ্বাস প্রতিটি কৃষক পরিবারের সন্তানদের যদি কৃষির প্রতি আগ্রহ বাড়তে, কৃষি লাভজনক হয়ে ওঠে, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসার ঘটে, সরকার যদি প্রতিটি কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বাড়ায়, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি ফসলের এমএসপি নির্ধারণ এবং সরকারিভাবে ফসল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত কৃষি পরিকাঠামো যেমন বহুমুখী হিমঘর, মজুদ ঘর, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলে, তার সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে সার্বিক, আধুনিক এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তবেই কৃষি হয়ে উঠবে লাভজনক। তখনই কৃষি প্রধান দেশের কৃষক পরিবারের সন্তানদের অনীহা কেটে আগ্রহ বাড়বে। আর তবেই কৃষি বাঁচবে, কৃষক বাঁচবে, দেশ বাঁচবে, রাজ্য বাঁচবে।

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা ৫ ২৮ ট্রেড ১৪২৯ ৫ বুধবার

বিহার পারলে বাংলা পারে না কেন

রাম নবমী কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে। যার প্রতিবাদে বামপন্থীরা পথে নেমেছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, গো বলয়ে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত বিহার ও ঝাড়খণ্ডে গৈরিক বাহিনী ব্যাপক দাঙ্গার ছক কমেছিল রাম নবমী কেন্দ্র করে। ঘটিয়েওছিল কয়েকটি জায়গায়। কিন্তু, প্রশাসনের তৎপরতায় এবং মানুষের ও কমিউনিস্ট পার্টি সহ শরিক রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিরোধে তা বেশিদূর ছড়ায়নি। কোথাও কোথাও তো গোড়াতেই ব্যর্থ হয়েছে। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা শাসকের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সতর্কতা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল তা কেবল মুখে নয় বাস্তবে প্রমাণ রেখেছে। বিহার পুলিশ কেবল দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাই নেয়নি, ওদের পরিকল্পনা ও তার উৎসেরও উদ্ঘাটন করেছে। জানা গেছে যে গৈরিক বাহিনীর পক্ষে রাম নবমীর অনেক আগে থেকেই গোপনে সোসাল নেটওয়ার্কি তৈরি করে গুজব ছড়িয়ে দাঙ্গা লাগিয়েছে। সেই উৎস ইতিমধ্যে বিনষ্টও করেছে প্রশাসন। পাভারা ধরাও পড়েছে।

ফলে, আবার প্রমাণ হল যে প্রতিক্রিয়া ও কয়েমী স্বার্থ যতবড়ই হোক না কেন শাসকের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই আসল। সরকারি মদত বা নিদেনপক্ষে প্রচন্ড প্রশয় না থাকলে কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানো সম্ভব নয়। বিহার ও ঝাড়খন্ড যার প্রমাণ দিল।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে? যেখানকার শাসক এবং শাসকদল ক্রমাগত দাবি করে চলেছে যে তারাই একমাত্র বিজেপি রোখার শক্তি, বাকি কেউ নাকি তা নয়, ফলে তাদের কারো দরকার নেই। এতে যে বিরোধী এক্কে ভাঙনের সুক্ষ্ণ অপপ্রয়াস আছে তা এখন সকলে ধরে ফেলেছেন। ফলে সেই আলোচনা এখন থাকা এক্ষেত্রে আসল প্রতিপাদ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গৈরিক বাহিনী প্রকাশ্যে সশস্ত্র মিছিলের থেকে প্ররোচনা দিয়ে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় দাঙ্গা ছড়াতে সমর্থ হতে পারল। শুধু তাই নয়, মেরুক্রশে সবকিছু ঘটে যাবার পর কোর্টে গিয়ে পুলিশ সেই একই জানা কথাই হলফনামা দিল যে মিছিল থেকে ক্রমাগত প্ররোচনা দেবার ফলেই দাঙ্গা ঘটেছে। এতে বাড়তি কি আছে? এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা? বিহার যদি পারতে পারে পশ্চিমবঙ্গে? নৈব নৈব চ। উল্টে বামপন্থীরা শাস্তি মিছিল সংগঠিত করলে বীর পুঙ্খব পুলিশকে দিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। সোমবার হাওড়ায় যা ঘটানো হল। এই জোশ কোথায় ছিল জোর করে সংখ্যালঘু মহল্লা দিয়ে থানা থেকে ডিল ছোড়া দূরে সশস্ত্র মিছিল নিয়ে যাবার সময় এবং দাঙ্গা চলার সময়?

খুব সংক্ষেপে বললে একথাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে নতুন করে ধর্মীয় মেরুক্রশের মধ্যে যেমন বিজেপি’র তেমনই তৃণমূলেরও স্বার্থ থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, দেশে উজাড় করা বিজেপি’র যেমন বলার মতো কিছু নেই অথচ তৃণমূলের নৈরাজ্যের শৃঙ্খলায় পূরণ করতে পরিত্রাতা সাজার ভনিতা ছাড়া। তাতে হিন্দু কার্ড–ই তাদের একমাত্র খেলা। আর, তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু কার্ডের খেলা। কারণ, একমাত্র বাম বিরোধিতার একসূত্র কর্মসূচিতে ক্ষমতায় এসে দেবার মতো কিছু নাথাকায় তারা একমাত্র হিন্দু কার্ডের জুজু দেখিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঞ্চে পরিণত করে বৈতরণী পাড় হওয়ার রণনীতি নিয়ে চলেছে। তাই, এই দ্বিদলীয় খেলায় একটা বড় সময় ধরে সব নির্বাচনে তৃণমূল প্রথম এবং বিজেপি দ্বিতীয় হয়ে আসছিল। বামপন্থীদের ক্রমাগত রক্তক্ষরণ ঘটে চলছিল। যা তাদের উভয়েরই স্বার্থানুকূল। কিন্তু, সম্প্রতি মানুষের একের পর এক রায়ে তার বিপরীত গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদিকে, বামপন্থীদের প্রতি যেমন মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশাপাশি, বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী সকল শক্তি কাছাকাছি আসতে পারলে এবং রাজনৈতিক সহযোগী ভূমিকায় আসতে পারলে যে তৃণমূলকে হারানো এবং বিজেপি–কেও প্রতিরোধ সম্ভব তার বার্তা দিয়েছে ও দিয়ে চলেছে সাঘরদীঘি এবং চলতি সমবায় ও স্বশাসিত সংস্থার নির্বাচনগুলি। তাতে নতুন করে মেরুক্রশেরে লেগিহান শিখা না ঝালতে পারলে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়েই সংকট আসর।

কিন্তু, বাংলার মানুষ অনেক বেশি প্রাজ্ঞ ও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কেবল হাওড়া বা হুগলি কেন আরও এমন ঘটাবার জন্য হায়নারা ও পেতে আছে। সদা সতর্ক থাকতে হবে। আর, কেবল হাওড়াই নয়, বামপন্থীদের ওপরে পুলিশ প্রশাসনের বা গৈরিক ও ভৈরব বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়া ঘটতে পারে। এখনই তো সময় আরও বেশি করে মানুষের কাছে যাবার।

বিহারে রামনবমী পালন করতে গিয়ে লাইব্রেরি পুড়িয়েছে। আমার পিতা এবং পিতামহের জন্ম বিহারে মুন্সের শহরে। বিহারের সঙ্গে আমার তাই গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক। বিহার শব্দের উৎস বৌদ্ধ বিহার থেকে। ভগবান বুদ্ধের লীলার ক্ষেত্র বিহার। আবার বিহার এক সময় ফার্সি ভাষা চর্চার কেন্দ্র ছিল। রাজা রামমোহন বিহারে পাটনায় ফার্সি ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। বিহারে ১৮৮৮ সালে মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে এককালে যুক্ত জমিদার এবং উকিল মুহাম্মদ বক্স তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর সন্তান খুদাবক্স কে নির্দেশ দেন একটি গণ গ্রন্থাগার স্থাপনে। তিনি নিজে ছিলেন বইয়ের সংগ্রাহক। খুদাবক্স সাহেব মুহাম্মদ মাকি নাম এক আরব গ্রন্থাগারিক কে নিযুক্ত করেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে। তিনি ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দূর্লভ গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করেন। Sir Charles Alfred Elliott, বাংলার ছোটলটি সেই গ্রন্থাগার উন্মোচন করেন ১৮৮৮ সালে। সেই গ্রন্থাগারে এখন প্রায় ৩৫,০০০ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগৃহিত আছে আরবি , ফার্সি এবং সংস্কৃত ভাষায়।

বিহারে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃত, হিন্দী, মৈথিলী, ভোজপুরি এবং ব্রজবুলি চর্চার পাশাপাশি উর্দু ফার্সিতে জ্ঞান চর্চার ধারা প্রবাহিত রয়েছে। অনেকেই জানেন না যে প্রথম ভারতীয় যিনি ইংরেজি ভাষায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন তিনি হলেন এক বিহারি। তাঁর নাম দীন মাহমেত বা দীন মোহাম্মদ। ১৭৯৪ সালে দীন মোহাম্মদ The Travels of Dean Mahomet, a Native of Patna in Bengal through Several Parts of India, while in the Service of the Honourable the East India Company বলে এক দুই খন্ডে বই বার করেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (১)

শিক্ষার অবধারিত মৃত্যুর ধারাবিবরণী

শুভোদয় দাশগুপ্ত

জাতীয় শিক্ষানীতির ২০২০ এখন প্রায় পূর্ণাঙ্গভাবে লাগু হওয়ার পথে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষানীতির সব সুপারিশই একে একে কার্যকর করা হচ্ছে। যদিও কোভিড অতিমারির সময় দেশে অনলাইন শিক্ষা অনিবার্য বিকল্প হয়ে উঠেছিল, অতিমারি শেষ হওয়ার পরও শিক্ষাব্যবস্থাকে ছায়িভাবে ৬০–৪০ ব্রেভেড মোডে পরিচালনার সুপারিশ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন করে রেখেছে বহুকাল আগেই। উচ্চশিক্ষায় তারপর ইউ.জি.সি. একে একে নির্দেশিকা জারি করে চলেছে NEP–২০২০ কে সার্বিকভাবে এবং নির্ভুলভাবে লাগু করবার লক্ষ্যে।

প্রথমত অতিমারি চলাকালীন এদেশে কেন্দ্রীয় সরকার যে কটা বড় পদক্ষেপ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গ্রহণ করেছে তার সবকটাই খুব স্পর্শকাতর। রেল, পোস্ট–অফিস, বিমা ও কয়লা শিল্পের আংশিক বেসরকারিকরণ হয়েছে, অযোধ্যায় ভূমিপুজো হয়েছে। আর সংসদে কোনো আলোচনার পরিসর না দিয়ে রাতারাতি NEP–২০২০ কে সিলমোহার দেওয়া হয়েছে।

NEP–২০২০ তে অনলাইন শিক্ষার প্রসার যেহেতু একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ, তাই অতিমারি আবহাওয়াটাও এই শিক্ষানীতি ঘোষণার জন্য বেশ অনুকূল মনে করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ পাবলিক ডোমেইনে দুবার দুই আয়তনে এসেছিল।

একটা চারশো চুরাশি পাতার আর শেষ পর্যন্ত যেটা লাগু হলো সেটা মাত্র ছেষটি পৃষ্ঠার। এই শিক্ষানীতি খসড়া থেকে চূড়ান্ত রূপ নেওয়া পর্যন্ত দেশজুড়ে আলোচনা, বিতর্ক সব হয়েছে। সেই ৪৮৪ পাতার খসড়া রিপোর্ট প্রকাশ্য আসা থেকে চলেছে অনেক আলোচনা, সমালোচনা, চূড়ান্তে বিল্লেষণ। যশস্বী অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন যে খসড়া শিক্ষানীতির প্রথম পাঠে মনে হবে এক ভুবনমোহনী প্রস্তাবনা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য। কিন্তু একটু মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে এই শিক্ষানীতির বিপদের দিকগুলো।

আজ যখন এই শিক্ষানীতি কার্যত রূপায়িত, এই শিক্ষানীতির বিপজ্জনক দিকগুলোর পরিণতিও আমরা মালুম পেতে শুরু করছি। শিক্ষানীতি ২০২০’র প্রায়োগিক বিপর্যয়গুলিই এখন প্রধান উপজীব্য, তাত্ত্বিক সমালোচনা নয়।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় শিক্ষার মূল কাঠামো যা ছিল ১০২ তাকে পালেট নিয়ে আসা হচ্ছে ৫৩৬৪ এই ১৫ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা। বিদ্যালয় শিক্ষার এই নতুন ব্যবস্থা বিন্যস্ত নানা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় যার অন্যতম লক্ষ্য বেসরকারিকরণের বহুব্ধি রাস্তা খুলে দেওয়া। এখানে এই বিষয়টা বহুল চর্চিত যে, তিন বছরের প্রাক প্রাথমিকের সঙ্গে প্রাইমারি শিক্ষার প্রথম দুই বছরকে জুড়ে শিশুদের ‘ভিত্তিপ্তস্তর স্তরে’ পঠনপাঠনের কঠিন বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ফেলা তাদের মানসিক বিকাশে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে ব্যহত করবে। আর এই ব্যবস্থায় একেবারে শিশু অবস্থায় তাদের মধ্যে গোঁড়ামি ও সংস্কারকে প্রোথিত করে এক ভ্রান্ত মূল্যবোধে দীক্ষিত করবার আশঙ্কা থাকবে। তদুপর চতুর্থ থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, এবং নবম থেকে দশম এবং দশম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত নতুন এই জটিল বিন্যাস গরিব ঘর থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতাকে আরোই বাড়াবে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের বিভাজন তুলে দেওয়া, বোর্ড পরীক্ষার পরিবর্তে সেমেস্টার প্রথার প্রবর্তন এবং National Testing Agency’র মাধ্যমে মূল্যায়ণ – এই সমস্ত কিছুই বিদ্যালয় শিক্ষাতে ব্যাপক বেসরকারি কোটিং সেন্টারের রমরমাকে সুনিশ্চিত করবে।

আরো একটি উদ্দেশ্যের বিষয় এই যে, মাধ্যমিক স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে বিভাজন তুলে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিজের পছন্দ মত বিষয় নির্বাচনের যে সুযোগ এক অপরিণত স্তরে দেওয়া হচ্ছে তা তাদের পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে – বিশেষত ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি স্পেশলাইজড শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

জাতীয় শিনীক্ষাতি ২০২০ তে উচ্চশিক্ষাতেও বড়সড় কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা মার্কিন মডেল নিয়ে আসছে এই শিক্ষানীতি। Teaching University ও Research University’র পৃথকিকরণ করা হয়েছে। Autonomous degree প্রদানকারী কলেজ হবে। স্নাতক স্তরে চারবছরের পাঠক্রম রচনা করে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে।

চালু হচ্ছে মাল্টিপল এনট্রি, মাল্টিপল এক্সিট। যখন খুশি পড়তে আসো, যখন খুশি চলে যাও। আবার আসো। নতুন করে শুরু করতে হবে না। চালু হচ্ছে Academic Bank of Credit – ব্যাঙ্ক থেকে। গচ্ছিত সার্টিফিকেট নিয়ে এসে শুরু করতে পারবে ডিপ্লোমা ডিগ্রীর বকেয়া পড়াশুনা। কি অভিনব ভাবনা। করোনা অতিমারিতে সারা দেশে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষাঙ্গন থেকে হারিয়ে গেছে। আর কোনো দিন শিক্ষাঙ্গনে ফিরে পাবোনা তাদের। অতিমারি শেষে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার লক্ষ কমে গেছে এরাজ্যে। কার কি যায় আসে। আর আমাদের মত দেশে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় আর্থসামাজিক কারণে ড্রপ আউট মোকাবিলা যেখানে চিরন্তন চ্যালেঞ্জ সেখানে কী মূল্য আছে এ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিটের?

এই তীব্র আধুনিক পাশ্চাত্য মডেলের বিপ্রতীপেই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এক নেশা ধরানো দেশজ ভাবনাকে মিশিয়ে দিয়েছে। দেশবাসীকে সম্মোহিত করে এই দেশজ ভাবনার পাঠ্যক্রম রচনার সুপারিশ করা হয়েছে। আর সেখানে ও আছে চমকপ্রদ কৌশল। বলা হচ্ছে প্রাচীন ভারতে নালন্দা, তক্ষশীলার মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে প্রত্যাবর্তনের কথা। প্রণয়ন করা হচ্ছে multidisciplinary শিক্ষাব্যবস্থা। এমন কি চৌষটি কলা শিক্ষার প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি বৈদিক গণিত, যোগ, আয়ুর্বেদ নিয়ে পাঠ্যক্রম চালু করে বিদেশি ছাত্রদের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে আকৃষ্ট করার পরিকল্পনার কথা চর্চায় এনেছে ইউজিসি। উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসারে এই নীতি সুচারু রূপে সহায়ক। এই কারণে সহায়ক যে এই পাঠ্যক্রম রচনার মান্যতা দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে এক অন্য এ্যাজেন্ডা চরিতার্থ করবার রাস্তা সুগম করা হবে যাতে মুছে যাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুত্ববাদের ঐতিহ্যের অনেক স্পর্শকাতর সত্য। অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য মডেলের বহিরঙ্গের ভিতরে ভিতরে দেশজ সেন্টিমেন্টকে উল্কে দিয়ে এভাবেই গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০–তে। এই দক্ষ পরিকল্পনা–কে সম্যক উপলব্ধি করে তার মোকাবিলা করা চাট্টিখানি কথা নয় । জাতীয় শিক্ষানীতি–তে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আদ্যন্ত মার্কিন মডেলের মোড়কে দেশজ ভাবনার পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে আখেরে ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মৌলবাব্যকে চরিতার্থ করবার এই সুচারু প্রয়াসকে প্রতিহত করতে হ’লে অভিসন্ধিটা বুঝতে পারা অত্যন্ত জরুরী।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনসিটিউট অফ কালচার–এ গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়েবকুটার রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এক আলোচনাচক্রে অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মান ও পাঠ্যক্রমের উপাদানের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। পশ্চিমী শিক্ষার সাথে দেশজ ভাবনা ও দেশজ সংস্কৃতির একটা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক দত্তগুপ্ত বলেন যে দেশজ ভাবনা ও দেশজ সংস্কৃতিকে পাঠ্যক্রমে কোনোভাবেই যেন মৌলবাদি দৃষ্টিকোন থেকে প্রয়োগ না করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০–তেও সমস্যাটা এখানেই। দেশজ ভাবনা ও দেশজ সংস্কৃতি পাঠ্যক্রমে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে শাসকদল পক্ষপাদদৃষ্ট দলীয় মতাদর্শ ও দলীয় ভাবধারায় পরিচালিত হচ্ছে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক অনির্বান চট্টোপাধ্যায় এই আলোচনা চক্রে সিবিসিএস বা চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম কে এক কাফেটেরিয়া এ্যাপ্রোচ বলে অভিহিত করেন। এই ব্যবস্থায় ফ্রিডম অফ চয়েসের কথা বলা হলেও আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে সবটাই এক প্রহসনে পরিণত হচ্ছে।

অনির্বান চট্টোপাধ্যায় বলেন কোভিড অতিমারিতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে সেই বিপর্যয় থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঠেনে তোলার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রকাশ করলো এক জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। জাতীয় শিক্ষানীতি তাই এক অস্বাভাবিক সময়ে অস্বাভাবিক পদক্ষেপ। আর তাই এই শিক্ষানীতির কিছু অভিসন্ধি থাকাই স্বাভাবিক। নতুন শিক্ষানীতিতে এ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিটের তীব্র সমালোচনা করে এই বিশিষ্ট সাংবাদিক বলেন যে এ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট আসলে বিদ্যালয় ও কলেজছুট হওয়াকে বৈধতা দেওয়া।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড়

যুগেও হয়নি কোনো সমাবর্তন

জাকের হোসেন পাশা



উত্তরের ‘বাতিস্বর’ নামে খ্যাত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নামেই ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায়ই দেড় যুগ পেরিয়ে গেলেও হয়নি কোনো সমাবর্তন। সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ প্রশাসন সমাবর্তনের ঘোষণা দিলেও তা হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও সমাবর্তন নিয়ে অনগ্রহী। সমাবর্তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই কোনো উদ্যোগ।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের কাছে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষ দিন। যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্যাজুয়েট হিসেবে গাউন পরিহিত ছবি দেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বিষয়টি কতটা কষ্ট ও আক্ষেপের, তা বলার ভাষা থাকে না!

আসলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্য দিনটি বেশ স্মরণীয়। চার বছরের অল্পস্রু পরিস্রমের মাধ্যমে অর্জিত এই ডিগ্রি প্রদানের দিনটি সব শিক্ষার্থীর কাছে বেশ গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেকে চান দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে। তাই তো কাপ্পাসের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে ছবি তুলে রাখেন। এমনকি অনেকে প্রিয় মা–বাবাকে সমাবর্তন উপলক্ষে কাপ্পাসে নিয়ে আসেন এবং তাঁদেরও গাউন পরিয়ে তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলেন। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে সন্তানের শিক্ষা সমাপনী মা–বাবাকে স্মরণ করে রাখার জন্যই হলেও দিনটির বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অনেকে বিভিন্ন রকম মজার ক্যাপশন দিয়ে ছবি দেন।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে শেষ হয় শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা। তারপর সব শিক্ষার্থীই আন্তে আন্তে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েন। তাই শেষবারের মতো তাঁদের নিজদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এত আয়োজন। যেহেতু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায়ই দেড় যুগ পেরিয়ে গেলেও হয়নি কোনো সমাবর্তন। সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ প্রশাসন সমাবর্তনের ঘোষণা দিলেও তা হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও সমাবর্তন নিয়ে অনগ্রহী। সমাবর্তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই কোনো উদ্যোগ। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের কাছে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষ দিন। যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্যাজুয়েট হিসেবে গাউন পরিহিত ছবি দেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বিষয়টি কতটা কষ্ট ও আক্ষেপের, তা বলার ভাষা থাকে না!

আসলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্য দিনটি বেশ স্মরণীয়। চার বছরের অল্পস্রু পরিস্রমের মাধ্যমে অর্জিত এই ডিগ্রি প্রদানের দিনটি সব শিক্ষার্থীর কাছে বেশ গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেকে চান দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে। তাই তো কাপ্পাসের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে ছবি তুলে রাখেন। এমনকি অনেকে প্রিয় মা–বাবাকে সমাবর্তন উপলক্ষে কাপ্পাসে নিয়ে আসেন এবং তাঁদেরও গাউন পরিয়ে তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলেন। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে সন্তানের শিক্ষা সমাপনী মা–বাবাকে স্মরণ করে রাখার জন্যই হলেও দিনটির বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অনেকে বিভিন্ন রকম মজার ক্যাপশন দিয়ে ছবি দেন।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে শেষ হয় শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা। তারপর সব শিক্ষার্থীই আন্তে আন্তে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েন। তাই শেষবারের মতো তাঁদের নিজদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এত আয়োজন। যেহেতু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায়ই দেড় যুগ পেরিয়ে গেলেও হয়নি কোনো সমাবর্তন। সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ প্রশাসন সমাবর্তনের ঘোষণা দিলেও তা হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও সমাবর্তন নিয়ে অনগ্রহী। সমাবর্তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই কোনো উদ্যোগ। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের কাছে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষ দিন। যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্যাজুয়েট হিসেবে গাউন পরিহিত ছবি দেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বিষয়টি কতটা কষ্ট ও আক্ষেপের, তা বলার ভাষা থাকে না!

আসলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর জন্য দিনটি বেশ স্মরণীয়। চার বছরের অল্পস্রু পরিস্রমের মাধ্যমে অর্জিত এই ডিগ্রি প্রদানের দিনটি সব শিক্ষার্থীর কাছে বেশ গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেকে চান দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে। তাই তো কাপ্পাসের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে ছবি তুলে রাখেন। এমনকি অনেকে প্রিয় মা–বাবাকে সমাবর্তন উপলক্ষে কাপ্পাসে নিয়ে আসেন এবং তাঁদেরও গাউন পরিয়ে তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলেন। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে সন্তানের শিক্ষা সমাপনী মা–বাবাকে স্মরণ করে রাখার জন্যই হলেও দিনটির বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অনেকে বিভিন্ন রকম মজার ক্যাপশন দিয়ে ছবি দেন।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ প্রাপ্তির মাধ্যমে শেষ হয় শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা। তারপর সব শিক্ষার্থীই আন্তে আন্তে কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েন। তাই শেষবারের মতো তাঁদের নিজদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এত আয়োজন। যেহেতু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি)। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায়ই দেড় যুগ পেরিয়ে গেলেও হয়নি কোনো সমাবর্তন। সাবেক উপাচার্য ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ প্রশাসন সমাবর্তনের ঘোষণা দিলেও তা হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও সমাবর্তন নিয়ে অনগ্রহী। সমাবর্তন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই কোনো উদ্যোগ। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের কাছে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষ দিন। যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গ্যাজুয়েট হিসেবে গাউন পরিহিত ছবি দেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে বিষয়টি কতটা কষ্ট ও আক্ষেপের, তা বলার ভাষা থাকে না!

উত্তরপ্রদেশ) এবং পাকিস্তানে প্রসিদ্ধ।

আমি তাই অবাক হচ্ছি এবং শিউরে উঠছি এই রাম নবমীতে, ভগবান রামের পবিত্র জন্মতিথিতে, বিহারে আজিজিয়া গ্রন্থাগারে প্রায় ৪৫০০ প্রাচীন বই এবং পাণ্ডুলিপি ‘রাম ভক্ত’ বলে পরিচিত একদল তরুণ পুড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা হিন্দুরা চিরকাল বইকে সর্বস্বতীর সাক্ষ্য অবতার বলে পায়ে ঠেকাতাম না। পায়ে ঠেকলে তারক প্রণাম করে তুলে রাখতাম। সেখানে এখন ভগবান রামের নাম নিয়ে প্রাচীন গ্রন্থাবলীর দহন কার্য চলছে। যাঁরা মিনহাজ সিরাজ জুজযানীর তবকত ই নাসিরিতে তাঁর সামস্মুদ্দীন বলে উজবেকিস্তানের এক ব্যক্তির কাছে শোনা কথার ভিত্তিতে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি র বিহারে ওদন্তপুরী বলে এক বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর জন্যে সঠিক ভাবে প্রতিবাদ করেন (যদিও এখন অত্রে তুজকে তাঁর তিববতি বৌদ্ধ আকরের ভিত্তিতে প্রবন্ধে দেখিয়েছেন নালন্দা মহা বিদ্যালয় এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বসর পরেও চালু ছিল। প্রকৃত পক্ষে ধর্মস্বামীন, এক তিব্বতি ভিক্ষু যিনি ১২৩৪ থেকে ১২৩৬ সালে ভারতের আসেন তিনি লেখেন যে তুরস্ক রা বহু মন্দির ধ্বংস করলেও তাঁর উপস্থিত কালে তাঁরা নালন্দা দিয়ে চলে যান। তিনি লেখেন যে বহু ভিক্ষু সেই সময় নালন্দা তে তখন বসবাস করতেন এবং ধর্মস্বামীন বহু মাস ধরে তাঁদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করতেন অর্থাৎ তাঁর বরান অনুযায়ী তুরস্কার নালন্দার কোনো ক্ষতি করেননি (Audrey Truschke The Power of the Islamic Sword in Narrating the Death of Indian Buddhism. History of Religions ৫৭.৪ (২০১৮) ঃ ৪০৬–৪৩৫।) তাঁরা এখন নীরব কেন? একজন জন্ম সূত্রে ‘হিন্দু’ এবং কর্ম সূত্রে ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

দুই নেতার দ্বন্দ্ব, কর্ণাটকে প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারছে না বিজেপি

বেঙ্গালুরু, ১১ এপ্রিল : কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব বিজেপির অন্দরে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপের পরেও সমাধান সূত্র মেলেনি। যার জেরে রবিবার রাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকের ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরেও প্রথম দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি বিজেপি। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস

ইয়েদুরাঙ্গা ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বশ্মাইয়ের মধ্যে এতটাই মতপার্থক্য যে তালিকা চূড়ান্ত করতে কালঘাম ছুটেছে মোদি- শাহ-নাড্ডাদের। অথচ দুই নেতাকে সামলাতে শনিবার দিনই দফায় দফায় তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। ২২৪টি আসনের মধ্যে প্রথম দফায় বিজেপির তালিকায় ১৭০ থেকে ১৮০টি নাম থাকতে পারে বলে বৈঠকের পরে জানিয়েছিলেন ইয়েদি।

বোশ্মাইয়ের দাবি, সমস্ত প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকের আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদিজি কিছু দিশা নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে প্রার্থী তালিকা নিয়ে আবারও বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বোশ্মাই। এদিকে বিজেপি চাইছে ইয়েদিই কর্ণাটক নির্বাচনে তাঁদের কামান সামলান, অথচ তাতে প্রবল আপত্তি রয়েছে বশ্মাই শিবিরের। ইয়েদির ছেলে বিজয়েন্দ্রকে নিয়েই মূলত আপত্তি তাঁদের। বশ্মাই নিজে তাঁর পুরনো আসন

শিগগাঁও থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেই ঠিক হয়েছে। ইয়েদির নিজের দীর্ঘকালের আসন শিকারিপুরা থেকে এবারে ছেলে বিজয়েন্দ্রকে প্রার্থী করতে চাইছেন। তাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজি থাকলেও, বাধ সাধছেন বশ্মাই। এদিকে, কংগ্রেস কর্ণাটকের দু’দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার বাকি ৫৮টি আসনের জন্য পরে তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। খুব শীঘ্রই তা প্রকাশিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

নাসরুল্লাহগঞ্জের নাম বদলে

ফেলেছে মধ্যপ্রদেশ, রাজপুত্র

নাসরুল্লাহ খানের স্মৃতি মুছে

ফেলার অভিযোগ



রাজপুত্র নাসরুল্লাহ খান।

ফটো : সংগৃহীত।

ভোপাল, ১১ এপ্রিল : বিজেপি-র শাসনকালে বিভিন্ন এলাকা, স্টেশনের পুরনো নাম বদলে নতুন করে রাখার ঘটনা বারবারই সামনে এসেছে। এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মোঘলসরাই হয়েছে দীনদয়াল। সেই ধারা অব্যাহত রেখেই এবার মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের বিধানসভা কেন্দ্র বুধনির সেহোর জেলার অন্তর্গত নাসরুল্লাহ খানের নামাঙ্কিত নাসরুল্লাহগঞ্জ মহকুমার নাম পাঁস্টে ভাইনরুদ্দা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রের কাছে পেশ করা প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত। এই প্রথম নয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ সরকার হোসান্সাবাদের নাম পাঁস্টে নর্মদাপুরম, ভোপালের হাবিবগঞ্জ রেলস্টেশন, মিটো হল ও হালালপুর বাস স্ট্যান্ডের নাম পাঁস্টে যথাক্রমে রানি কমলাপতি রেলস্টেশন, কুশাবাউ ঠাকুরে কনভেনশন সেন্টার ও হনুমানগার্হি বাসস্ট্যান্ড নাম দিয়েছে। এই বিষয়ে সরকারের দাবি, নামদলের সিদ্ধান্ত মানুষের আবেগের ভিত্তিতে গৃহীত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, বেছে বেছে বিভিন্ন এলাকা, শহর, জেলা, মহকুমা, রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডের ইসলামি নাম মুছে ফেলে হিন্দু নাম দেওয়াটাই তলে তলে আসল উদ্দেশ্য শাসকদের। এবং এই নামবদল বহুক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ সহজে গ্রহণ করেননি। কিন্তু সদ্য এই নাসরুল্লাহগঞ্জ মহকুমার নামবদলের সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসেছে, নাসরুল্লাহ খানের নাম। তাঁর নামেই নাম বদল এই জায়গার। কী বা তাঁর পরিচয়? ইতিহাস বলছেস নাসরুল্লাহ খান (১৮৭৬-১৯২৪) তৎকালীন ভোপাল করদরাজ্যের চতুর্থ মহিলা শাসক বেগম সুলতান জেহানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মায়ের শাসনকালেই ডায়বেটিসে ভুগতে থাকা বছর চল্লিশের নাসরুল্লাহের মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তাঁর তিন পুত্রেরই রাজা হওয়ার যোগ্যতা থাকলেও, রাজ্যাভিষেক হয়নি কারও। বরং ভোপালের মসনদে অভিষিক্ত হন নাসরুল্লাহের কাকা হামিদুল্লাহ খান।জীবিত কালে নাসরুল্লাহ খানের ছিল শিকারের নেশা। তাঁর সংগ্রহে ছিল প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, যা তিনি সুদূর ভ্রমণে থেকে অর্জন দিয়েও আনতেন বা বিদেশ থেকে নিলামে চড়া দামে কিনতেন। কিন্তু নিজের সংগ্রহে অস্ত্রস্ত্র থাকা সত্ত্বেও নাসরুল্লাহ খান কখনই সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর প্রজাদের উপর নিপীান করেননি। অন্যান্য মুঘল রাজাদের মতো অন্ত্যারী নন, বরং তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের মতো উদারমনা, পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণু।

ভোপালের ঐতিহাসিক সিকন্দর মির্জা জানান, বেগম সুলতান ভবিষ্যতের সম্রাট হিসেবে বাল্যবয়েস থেকেই রাজধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন নাসরুল্লাহকে। ১৯০৩ সালে ভোপালে প্লেগ মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়লে হজযাত্রী বেগম জ্যেষ্ঠপুত্রকে চিঠি লিখে ধর্ম-নির্বিশেষে যথাযথভাবে মৃতদের দেহ সকার করার এবং সমস্ত কাজটি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে, প্লেগের সংক্রমণ এড়িয়ে পালন করারও নির্দেশ দেন। সব মিলিয়ে, রাজার আসনে না বসেও প্রজাবন্সল সুশাসক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন নাসরুল্লাহ। তাঁর সহিষ্ণু ও উপকারী মনোভাবই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল স্বল্প আয়ুস্‌কালেও। তাই পরবর্তীকালে তাঁরই নামে নাম রাখা হয় ওই এলাকার, নাসরুল্লাহগঞ্জ। অভিযোগ উঠেছে, সেই ইতিহাসকেই মুছে ফেলতে চাইছে বিজেপি। নাসরুল্লাহর স্মৃতি ধ্বংস করতে চাইছে, কেবল ইসলাম বিজয়ের কারণে।

রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করতে নির্বাচন কমিশন : গুরুতর অপরাধের মামলা থাকলে ভোটে প্রার্থী হওয়া যাবে না

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : ন্যূনতম পাঁচ বছর জেল হতে পারে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অপরাধের যুক্ত থাকার মামলা বিচারাধীন থাকলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে এই বক্তব্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।তারা বলেছে, নির্বাচন-সহ সামগ্রিক রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত রাখতে হলে এছাড়া কোনও উপায় নেই। কমিশনের বক্তব্য, মামলার চার্জগঠন হয়ে গেলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার হারাবেন। তবে এই বিধান কার্যকর হবে শুধুমাত্র ভোট ঘোষণার ছয় মাস আগে চার্জ গঠন হয়ে গেলে।প্রসঙ্গত, মামলায় চার্জ গঠন হল, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের তদন্ত রিপোর্ট রিপোর্ট বা চার্জশিটের ভিত্তিতে কোন কোন ধারায় বিচার হবে তা নির্ধারণ। বিচারক এবং মামলার সব পক্ষের উপস্থিতিতে চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়। তখনই ঠিক হয়ে যায় অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযুক্ত হলে সাজা কী হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তার ন্যূনতম পাঁচ বছর জেল হতে পারে, এমন ব্যক্তির ভোটে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ হোক দেশে। পাঁচ বছর জেলের সাজা সাধারণত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, খুনের চেষ্টার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকা, দলবদল হামলার মতো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে হয়ে থাকে। এছাড়া শিশুর উপর যৌন লাঞ্ছনার অপরাধেও পাঁচ বছর জেলের সাজা হয়। যদিও সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলায় বলেছে,

ন্যূনতম সাত বছর জেল হওয়ার মতো অপরাধগুলিই গুরুতর দুটি মৌলিক কারণে কমিশনের প্রস্তাবকে ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর বলে বর্ণনা করছে রাজনৈতিক মহল ও আইনজ্ঞদের একাংশ। তাদের বক্তব্য, ভারত-সহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নাগরিকের এই আইনি ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে যে আদালতে দোষী সাব্যস্ত এবং সাজা ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তারা নিরপরাধ। নির্দোষ ব্যক্তির কীভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যেতে পারে। যেখানে জেল থেকেও প্রার্থী হওয়ার অধিকার বহাল আছে দেশে। দ্বিতীয় আপত্তির জায়গাটি হল, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও প্রতিহিংসা। অনেকেই মনে করছেন, প্রতিপক্ষকে ভোটে প্রার্থী হওয়া থেকে দূরে রাখতে কেউ মিথ্যা মামলা সাজাতে পারে। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, ভোট ঘোষণার ছয় মাস আগের মামলার ক্ষেত্রেই তাদের এই সুপারিশ কার্যকর হবে। কমিশনের সুপারিশে আপত্তি তুলে অনেকেই বলছেন, এটা রাজনীতিকদের স্বাভাবিক নাগরিক জীবন বিঘ্নিত করবে। মামলায় ফাঁসে যাওয়ার আশঙ্কা যেমন থাকবে, তেমনই রাজনৈতির রেষারেষি, মিথ্যা মামলার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে।নির্বাচন কমিশনের এই বক্তব্য যদিও নতুন নয়। অতীতে একাধিকবার তারা নির্বাচনী আইন সংস্কারের মামলায় এই অভিমত প্রকাশ করেছে। আইন সংশোধনের

অধিকার রয়েছে সরকারের। সংসদে আইন সংশোধনের প্রস্তাব পাশ করতে হবে। এতদিন কোনও সরকারই কমিশনের এই সুপারিশ সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার কমিশনের সুপারিশ মেনে অগ্রসর হবে না, এমনটা অনেকেই মনে করছেন না। নরেন্দ্র মোদি সরকারের লোকসভায় চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। রাজ্যসভাতেও সরকারের পক্ষে হস্তিদায়ক সংখ্যা আছে। যে জনস্বার্থের মামলায় নির্বাচন কমিশন তাদের হলফনামায় নির্বাচন সংস্কারের এই প্রস্তাব পেশ করেছে সেটি দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী অশ্বীনিকুমার উপাধ্যায়। হলফনামায় কমিশন বলেছে, তারা শ্লেীজদরী অইরের সাধারণ নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন যে একজন ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলে গণ্য করা হয়। তবে প্রস্তাবিত সংশোধনী হবে জাতীয় স্বার্থে যা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তারা আরও মনে করে কোনও তদন্ত কমিশনের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। হলফনামায় বলা হয়েছে, গুরুতর অপরাধে যুক্ত ব্যক্তির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। সাধারণের চোখে অভিযুক্ত ব্যক্তি সহজেই গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশ করছে।

উত্তরপ্রদেশে বারের টিভিতে ডাবিং করা রামায়ণ

ক্ষিপ্ত হিন্দুত্ববাদীদের হামলা



শপিং মলের ভিতর রেস্তোরাঁ কাম বার , সেখানেই জায়াস্ট স্ক্রিনে চলছে রামায়ণ সিরিয়ালের দৃশ্য।

ফটো সংগৃহীত।

লখনউ, ১১ এপ্রিল : শপিং মলের ভিতর রেস্তোরাঁ কাম বার। ভিতরে বসে খাওয়া দাওয়া করছেন অতিথিরা, সঙ্গে জমিয়ে চলছে মদ্যপান। আর সেখানেই জায়াস্ট স্ক্রিনে চলছে রামায়ণ সিরিয়ালের দৃশ্য, তবে ডাবিং করা। আসল অডিওটি মুছে দিয়ে ডাবিং করে আধুনিক গান জুড়ে দিয়ে বারে রামায়ণ চলার ভিডিও ভাইরাল হতেই রেস্তোরাঁর কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হল একআইআর। একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। নয়ডার

গার্ডেন গ্যালেরিয়া মলের ভিতর রয়েছে লর্ড অফ দ্য ড্রিঙ্কস নামে একটি বার কাম রেস্তোরাঁ, যেটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই বারের ভিতরেরই বড় স্ক্রিনে চলছিল রামায়ণ টিভি সিরিয়ালের একটি দৃশ্য। কিন্তু আসল অডিওটি সরিয়ে দিয়ে তারবদলে ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে চলছিল একটি আধুনিক গান।

জায়াস্ট স্ক্রিনে চলছে রাম-রাবণের দৃশ্য, আর তার সামনেই দাঁড়িয়ে মদ্যপান করে আঁচান্নাটি করছেন তরুণ-তরুণীরা- সেই ভিডিও সোমবার সোশ্যাল

মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। তারপরেই রেস্তোরাঁটিকে বয়কটের দাবি তুলতে শুরু করে নেটিজেনরা। এমনকী, ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে রেস্তোরাঁটিতে ভাড়চুর চালানোরও হুমকি আসতে শুরু করে হিন্দুত্ববাদীদের তরফে। এরপরেই রেস্তোরাঁর মালিক, ডিজে সহ আরও একজনের বিরুদ্ধে সেপ্টর ৩৯ থানায় একটি একআইআর দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। তবে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

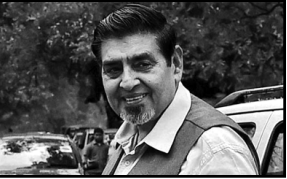
মধ্যপ্রদেশের স্কুলে মিড ডে মিলের গরম ডালে পড়ল পাঁচ বছরের মেয়ে

ভোপাল, ১১ এপ্রিল : মিড ডে মিলের খাবার নেবে বলে দাঁড়িয়েছিল স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। দুধমিও চলছিল। এ ওকে ঠেলছে, সে তাকে। কিন্তু এই কেলতে গিয়ে যে এমন মর্মান্তিক একনেকটা পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মেয়েটির পরিবার অভিযোগ তুলেছে, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিক করে

এক শিক্ষকন্যা। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভানুপ্রতাপপুরের একটি স্কুলে। ওই শিক্ষকন্যাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তার কোমরের নীচ থেকে অনেকটা পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মেয়েটির পরিবার অভিযোগ তুলেছে, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিক করে

খেয়াল করেননি বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভানুপ্রতাপপুরের এসডিএম প্রতীক জৈন বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শেকজ করছি। এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে আমাদের আরও যত্নশীল হতে হবে।

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : ১৯৮৪ সালে দিল্লির দাঙ্গার তদন্তে কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলারকে মঙ্গলবার তলব করেছে সিবিআই। ৭৮ বছর বয়সি এই নেতা ইতিমধ্যে দিল্লির সিবিআই দফতরে পৌঁছে গিয়েছেন। ওই দাঙ্গায় অভিযুক্ত জগদীশকে সিবিআই আগে ক্লিনচিট দিয়েছিল। কিন্তু হালে নতুন অভিযোগ সামনে আসায় আদালতের নির্দেশে ফের তদন্তে তলব করা হয়েছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতাকে।কংগ্রেস মহলের আশঙ্কা, নতুন তদন্তে ফাঁসে গেলে টাইটলারের পাশাপাশি দলও বিপাকে পড়বে। কারণ, দাঙ্গায় যুক্ত থাকার অভিযোগ সত্ত্বেও দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কখনও। মধ্যপ্রদেশের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমলনাথকে নিয়েও



জগদীশ টাইটলার।

ফটো : সংগৃহীত।

একই বিতর্ক আছে। শিখ দাঙ্গায় নাম জড়ালেও তিনি তদন্তে অভিযুক্ত হননি। বিরোধীদের অভিযোগ, অতীতের কংগ্রেস সরকার তাঁকে আড়াল করেছে।দিল্লির সেই দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল নিরীহ শিখরা। সরকারিভাবে নিহতের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। দিল্লি ছাড়াও কলকাতা, মুম্বই, লখনউ, চণ্ডীগড়, জয়পুরের মতো একাধিক শহরে শিখদের উপর হামলা করা হয়। বেসরকারি মতে, মৃতের সংখ্যা ছিল আট হাজার।

আহত হন লক্ষাধিক মানুষ। শিখদের ঘরবাড়ি, দোকানবাজারেও আক্রমণ হয়। দাঙ্গায় দিল্লি স্তব্ধ ছিল প্রায় সাতদিন। সন্ত্রাসের সূত্রপাত হয় ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার হত্যাকাণ্ডের পর। তাঁকে হত্যা করে দুই ব্যক্তিগত দুই শিখ নিরাপত্তা রক্ষী সতবন্ত ও বিয়ন্ত সিং। সন্ত্রাসবাদী খলিস্তানিদের দমন করতে ইন্দিরার অপারেশন ব্লু-স্টার অর্থাৎ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানের প্রতিবাদেই প্রধানমন্ত্রীর দুই রক্ষক তাঁরই বৃকে গুলি ছুঁড়েছিলেন। শুধু পুলিশে দায়ের হওয়া অভিযোগই নয়, জগদীশ টাইটলারকে অভিযুক্ত করেছিল শিখ দাঙ্গার তদন্তে গঠিত নানাবতী কমিশনও। কিন্তু সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে দাঙ্গায় যুক্ত থাকার প্রমাণ

দাখিল করতে পারেনি। অন্যদিকে, অভিযুক্ত আর এক কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমারের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। টাইটলারের নাম জড়িয়ে ছিল দিল্লির পুল বাদ্‌স এলাকায় তিন শিখকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায়।তবে লক্ষণীয় হল, সিবিআই ক্লিনচিট দিলেও রাজনীতির মূল স্রোতে কিরতে পারেননি টাইটলার। বরং দলের বোঝা হয়েই কাটাতে হচ্ছে। গত বছর দিল্লি পুরভোটের প্রচার কমিটিতে তাঁকে রাখাতেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল। অতীতেও একাধিকবার বিতর্ক হওয়ায় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় তাঁকে পা মেলাতে বারণ করা হয়েছিল। এখন দেখার ৩৯ বছর আগের মামলার নয়া তদন্তে কী পরিণতি হয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতার।

গোমূত্র মানুষের পানযোগ্য নয়, হতে পারে কঠিন অসুখও, জানালেন বিশেষজ্ঞরা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : একদিকে যখন বারবার গোমূত্রকে মহৌষধ বলে দাবি করেছেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং স্বঘোষিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা। অন্যদিকে তখন গোমূত্র পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। এবার এই বিষয়েই বিশেষজ্ঞের মতামত প্রকাশ্যে এল। তবে ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকার যা জানালেন, তাতে হতাশ হবেন স্বঘোষিত গোরক্ষক'রা। তাঁরা জানালেন, গোমূত্র কখনই মানুষের পানযোগ্য নয়। গরুর সদ্য ত্যাগ করা প্রস্রাবে থাকে একাধিক ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া। যা মানুষের শরীরে ঢুকে বিপদ

ঘটাতে পারে। আইভিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোমূত্র নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে বারেলির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। নেতৃত্ব দেন আইভিআরআইয়ের পশু ও প্রাণী বিশেষজ্ঞ ভোজ রাজ সিং এবং তিন পিএইচডি পড়ুয়া। উল্লেখ্য, হিন্দুত্বের বাজারে গত জন্য়ারিগিতে গুজরাটের এক আন্দোলনের বিচারকও বলেন, গোরক্ষা জরুরি। কারণ গোমূত্র পান করলে কঠিন অসুখ সেরে যায়। তিনি আরও বলেন, গোরশ যে কোনও রকম রেডিয়েশন থেকে বাঁচাতে পারে মানুষকে। যদিও আইভিআরআইয়ের পশু চিকিৎসক তথা গবেষকার অন্য

কথাই জানালেন। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এসডেরিচিয়া কোলি নামের একটি ব্যাকটেরিয়া অতিসক্রিয় থাকে গোমূত্রে। যা পাকস্থলির কঠিন অসুখের কারণ হতে পারে। এছাড়াও মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর আরও ১৪টি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে গোমূত্রে। সব মিলিয়ে গরুর প্রস্রাব কখনই মানুষের পানযোগ্য নয়। গরু ও মহিষের ৭৩টি মূত্রের নমুনা পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, গরু নয়, মহিষের মূত্রে অনেক বেশি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণন রয়েছে।

ভোজ জানান, এস

এপিডার্মিটিস, ই রাশোনটিসির মতো ব্যাকটেরিয়া রয়েছে মহিষের মূত্রে। যা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে কাজ করতে পারে।ভোজ বলেন, অনেকেই বলেন গোমূত্র অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, ফলে তা মহৌষধ। এভাবে সাধারণীকরণ করবেন না। আইভিআরআইয়ের গবেষক আরও বলেন, অনেকে বলে থাকেন পরিশুদ্ধ ক্ষতিকর গোমূত্র ব্যাকটেরিয়া থাকে না। গোটা বিষয়টি গবেষণার। পরবর্তীকালে এই বিষয়েও গবেষণা করা হবে। কার্যত হিন্দুত্ববাদী তথা স্বঘোষিত গোরক্ষকদের হতাশ করল ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণা।

জেলায় জেলায়

মিড ডে মিলে দুর্নীতি – প্রতিবাদী শিক্ষকের বদলি রুখতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে। অভিযোগ স্কুলে মিড–ডে মিলের এদিকে ওই স্কুলেরই টিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু তারপরেই ওই শিক্ষককে বদলি করা হয়। এই সংবাদ শুনে ওই শিক্ষকের বদলি রুখতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ থিরে বিদ্যালয়ে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় পূর্ব খোলায় কি অন্যত্র বদলি

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুঙ্গী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী : নিকোলাই ইভানভ ৭০.০০

দর্শন

দার্শনিক লেনিন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯০.০০

ইতিহাস

ইতিহাসের ধারা : সুশোভন সরকার ৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও
রামের অযোধ্যা : রামশরণ শর্মা ৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য ১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা : সুনীল মুঙ্গী ২০০.০০

সাহিত্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি ২৫০.০০

রবীন্দ্র সাহিত্য

রবীন্দ্র ভাবনা : তপতী দাশগুপ্ত ১৫০.০০

কাব্যগ্রন্থ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র : ২৫০.০০

বিজ্ঞান

রাসায়নিক মৌল কেমন করে
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল : ড. ন. ত্রিফোনভ
ড. দ. ত্রিফোনভ ২৫০.০০

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের
ইতিহাস অনুসন্ধান : মঞ্জুকুমার মজুমদার,
ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)
CAA, NRC, NPR : ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন
মানছি না : ড. বি. কে. কন্দো
বিজৈপির স্বরূপ : এ. বি. বর্ধন
(পরিবর্তিত সংস্করণ)



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner
Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings :
Rs. 15.00
Rise of Radicalism in Bengal
in the 19th Century : Satyendranath Pal
Rs. 190.00
Peasant Movement in India
19th-20th Centuries : Sunil Sen
Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta
Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu
Rs. 70.00
Essays on Indology
Birth Centenary tribute to Mahapandita
Rahula Sankrityayana :
Editor. Alaka Chattopadhyaya
Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

শিক্ষককে? এই প্রশ্ন উঠছে। নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের সুবদি মঙ্গেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন অনিমেষ দাস। কয়েক মাস আগে এই স্কুলের টিচার ইনচার্জ হিসেবে যোগ দেন মনোরঞ্জন জানা।

তারপরই স্কুলের মিড-ডে মিল সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে স্কুলের টিচার ইনচার্জ মনোরঞ্জন জানার বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সরব হতে দেখা গিয়েছিল অনিমেষবাবুকে। এরইমধ্যে তাঁর বদলির নির্দেশ আসায় তা নিয়ে বাড়তে থাকে চাপানউতরা। ওই শিক্ষকের বদলি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না অভিভাবকরা। শনিবার সকালে স্কুল চত্বরে এসে হাজির হন শতাধিক গ্রামবাসীরা। শুরু হয় বিক্ষোভ।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ মামুদ বলেন, স্কুলের শিক্ষক অনিমেষবাবুকে সরিয়ে দিতে চাইছেন স্কুলের ইনচার্জ মনোরঞ্জন বাবু। স্কুলে মিড-ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে স্কুলের ইনচার্জের বিরুদ্ধে। আমরা চাই

স্কুলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনিমেষবাবুকে এই স্কুলে রাখুন। তাঁর বদলির নির্দেশের বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রতিবাদ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাফ অভিযোগ, স্কুলে ঠিক মতো মিড-ডে মিলের খাবার দেওয়া হয় না পড়ুয়াদের।

হেড মাস্টারের বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ। তারপরেও বিনা দোষে বদলি করে দেওয়া হয়েছে অন্য শিক্ষককে।

শিক্ষক অনিমেষ দাস বলেন, আমার কাছে একটা বদলির নির্দেশ এসেছে। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে সেটা। এই স্কুলে আমি ১০ বছর ধরে চাকরি করছি। আমার নামে কোনও অভিযোগ নেই। নতুন স্কুলের ইনচার্জ আসার পরেই একাধিক সমস্যা ও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই সঙ্গে আমরাও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। উনি আসার পর থেকে স্কুলের মিড-ডে মিল সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় আমাকে বদলি করে দিচ্ছে। আমার কোনও অন্যায্য থাকলে আমার পাশে অভিভাবক বা গ্রামবাসীরা দাঁড়াতে না।

কমরেড আদিত্য দত্তের স্মরণসভা



আদিত্য দত্ত’র স্মরণসভায় কর্মী-সমর্থকরা। ফটো : নিজস্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিআই পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড আদিত্য দত্ত’র স্মরণসভা হয়ে গেল পহলামপুরে তাঁর নিজ বাসভবনে। আদিত্য দত্ত গত ১৯ মার্চ শ্রীরামপুর ওয়ালস হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন পার্টির আঞ্চলিক সম্পাদক সমীর দে কবিরাজ ও অন্যান্য কবীদের মধ্যে ছিলেন কৌশিক সোম, হারাদণ পাত্র, নিবেদিতা সাঁতরা ও বর্ষিয়ান নেতা সুকুমার দাস মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রামের প্রতিবেশী ও বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আদিত্য দত্ত’র নানান কর্মকাণ্ড ও বহুমুখী প্রতিভার দিকটি উঠে আসে। অতনু দত্ত, প্রণজিত দত্ত, শান্তিলতা দত্ত’র স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আদিত্য দত্ত’র মানুষের সাথে থাকার দিকটি প্রকাশ পায়। আদিত্য দত্ত ছিল সুকণ্ঠের অধিকারী। যাত্রা, নাটকে তাঁর অবদান ও অভিনয় প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। তাঁর প্রকাশিত একটি কবিতা পাঠ করে শোভান ‘সোনার কাঠি’ পত্রিকার সম্পাদক সুবিশাল সোম। সভার সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন দ্বারিক দত্ত মহাশয়।

কোন নোটিশ ছাড়াই বন্ধ চটকল, বিপাকে ৬০০ শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা : পয়লা বৈশাখের মুখে বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ করে দেওয়াতে বিপাকে পড়েছেন চটকল শিল্পে প্রায় ৬০০ জন শ্রমিক। গত সোমবার সকালে কারখানা খোলার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কয়েকশো চটকল শ্রমিক।

হাওড়ার দাশনগরে, ভারত জুটমিলের কাছে। প্রায় আধ ঘণ্টা হাওড়া-আমতা রোড আটকে থাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। শেষে পুলিশ গিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় চটকল শ্রমিকেরা।

উল্লেখ্য, গত ৩ এপ্রিল কাজে যোগ দিতে এসে ভারত জুটমিলের শ্রমিকরা দেখেন, বিনা নোটিসে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন মিল কর্তৃপক্ষ। সেদিন কারখানার গেটের সামনে তাঁরা অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। এ-ও জানিয়েছিলেন, দাবি না মিটলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। এ দিন অবরোধকারীরা দাবি তোলেন, অবিলম্বে বেক্যো বেতন ও পিএফের টাকা মিটিয়ে কারখানা খুলতে হবে। উল্লেখ্য আমাদের রাজ্যে বেশ কয়েকটি জুটমিলের একই দশা। হাজার হাজার চটকল শ্রমিক বেকারের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

উল্লেখ্য মিলের কর্মরত শ্রমিকেরা জানান, মালিকপক্ষের তরফে তাঁদের জানানো হয়েছিল, আর্থিক কিছু সমস্যার কারণে আগামী এক সপ্তাহ মিল বন্ধ রাখা হবে। কিন্তু বিনা নোটিসে কেন কারখানা বন্ধ করা হল, এদিন সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, কারখানার মালিকানা নিয়ে মালিকপক্ষের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জেরেই মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আসন্ন পয়লা বৈশাখের আগে বিপদে পড়েছেন প্রায় ৬০০ শ্রমিক। গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে অবশ্য মিল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কল্যাণী এইমস-এ বিরল রোগ সচেতনতা দিবস পালন



রোয়ার ডিজিজ ডে তে উপস্থিত বিরল রোগী ও তার পরিবারের সদস্যরা। ফটো : নিজস্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : কল্যাণী রাজ্যে একমাত্র এসএসকেএম এইমস-এ ৮ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের পাশাপাশি বিরল রোগ সচেতনতা দিবস পালিত হল। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িশা, ঝাড়খন্ডের প্রায় পঞ্চাশ জন বিরল জিন ঘটিত ফেরি, পম্পে রোগাক্রান্ত শিশুরা এইমস-এর কল্যাণী ক্যাম্পাসে হাজির হয়। এই রোয়ার ডিসিস-ডে-তে শিশুদের সনাক্তকরণ, চিকিৎসকরণ, এবং তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায় উপস্থিত রোগীদের প্রায় ৯৮ শতাংশ গ্রুপ সিতে পড়ে। যে চিকিৎসা পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আগে পলিসি ছিল না। ২০১৭ সালে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং ২০২১ সালে ন্যাশনাল পলিসি ফর রোয়ার ডিজিস গৃহীত হয় এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হয়। ভারতবর্ষে প্রায় সাত হাজার বিরল রোগী চিকিৎসকরণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪ শতাধিক বিরল জেনেটিক রোগী আছে বলে জানা যায়।

হাসপাতালেই রোয়ার ডিজিজ অর্থাৎ জেনেটিক ডিজিজ ইউনিট আছে। কিন্তু পরিকাঠামো গত কারণে সেই ইউনিটের অবস্থা শোচনীয় বলে জানা যায়। পোর্টালে নাম তুলতে গেলে কখনো কখনো সাত থেকে আট মাস লেগে যায় বলে অভিযোগ আছে রোগীর পরিবারের। এই কাজটি করতে গেলে অন্যান্য রাজ্যে সময় লাগে যেখানে দেড় থেকে দুমাস। পোর্টালে নাম না ওঠার কারণে ন্যাশনাল পলিসির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে না রাজ্যের বিরল প্রজাতির রোগীর পরিবার। ফলে শিশুদের চিকিৎসার কারণে পরিবারটির আর্থিক অনটন চলে। অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয় পশ্চিমবঙ্গের জেনেটিক আক্রান্ত রোগীরা।

রোগী দেখার পর এইমসের ক্যাম্পাসের ভেতরে এই রোগ সম্পর্কিত একটি আলোচনা সভা হয়। সেখানে বিশিষ্টজনেরা এই বিরল রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচিত হয় কিভাবে রোগীর

পরিবার সরকার নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা পাবেন সে নিয়ে। একই সঙ্গে এখনো এই রোগের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিদেশি ওষুধের উপর নির্ভর করতে হয় পরিবারকে। ভারতেও এই ওষুধ তৈরির অগ্রগতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। যা আগামী দিনে চিকিৎসার ব্যয় কমাতে বলে মনে করা হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এইমসের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডা. রামজি সিং, একাডেমিক ডীন ডা. কল্যান গোস্বামী, এইমসের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাক্তার অজয় মল্লিক, রোয়ার ডিজিজ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার ডিরেক্টর সৌরভ সিং, অধ্যাপক বিজয় চান্দু, অধ্যাপিকা সুধা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুজিৎ সিংহ, এসএসকেএম হাসপাতালের জেনেটিক বিভাগের ডাক্তার সুন্দা মজুমদার, ডাক্তার প্রিয়াংশু মাথুর, ডাক্তার অতনু কুমার দত্ত, সায়ন্তন ব্যানার্জি প্রমুখ। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা রোগীর পরিবারের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন।

মাটি কাটা রুখতে গিয়ে চাপের মুখে সূতি ১-এর বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার মাঝ রাত্রে। মাটি কাটা হচ্ছে জানতে পেরে বিডিও জমির আল দিয়ে টর্চ হাতে ছুটেতে শুরু করেন। পিছনে পুলিশ ও ব্লক অফিসের জনা চারেক কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার। মুশিদাবাদের সূতি ১ ব্লকে গভীর রাত্রে মাটি কাটা রুখতে গিয়ে বিডিও চাপের মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠল। বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক অবশ্য দাবি করেছেন, চাপ যাই থাক, সূতি ১ ব্লকের কোথাও অবৈধভাবে মাটি কাটতে দেব না। পুলিশকে বলা হয়েছে আরও তৎপর হতে। ব্লকের কোথাও মাটি কাটা হলে আমরা জানান, ব্লক অফিস এখন থেকে নিয়মিত নজরদারি চালাবে। ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি তারিকুল ইসলাম বলেন, বিডিও সাহস দেখিয়েছেন, তাই তাঁর উপর শাসকদলের চাপ আসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

প্রায় ৪০ মিনিট ধরে গাড়ি ও টর্চের আলো ফেলে য়োর অন্ধকারে তল্লাশি চালালেও বিষের পর বিশ্বে জমিতে কাটা মাটির গভীর গর্ত আর একটি খালি ট্রাক্টর ছাড়া মিলল না কিছুই। বিডিও অবৈধ মাটি কাটার বিরুদ্ধে আহিরণ পুলিশ ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সূত্রের খবর, এই ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে প্রশাসনের উপর চাপ। সূতি ১ ব্লকে অন্তত ১৪টি ইটভাটা রয়েছে।

বাম-কংগ্রেসের অভিযোগ, শাসকদলের নেতা ও সদস্যেরাই নামে-বেনামে সে সবের মালিক। কংগ্রেসের তারিকুল বলেন, বহুবার ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্থার দফতরে অভিযোগ করেছে, কিছুই হয়নি। কারণ সব ইটভাটা শাসকদলের নেতাদের। এক নেতার আবার ৪-৫টি ইটভাটা আছে নামে, বেনামে। পুলিশ, প্রশাসন তাই চুপ। সিপিআইএম’র জেলা কমিটির সদস্য অসিত দাস বলেন, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দু’পাশেই জমি মাফিয়াদের দাপট।

জঙ্গিপুুরের জেলা তৃণমূল সভাপতি খলিলুর রহমান অবশ্য বলেন, দলের লোকই হোক আর যেই হোক বে-আইনি কাজ করলে প্রশাসনের উচিত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া। দলের কোনও নেতা এতে হস্তক্ষেপ করেন না। মাটি মাফিয়াদের দাপটে বদনাম হচ্ছে রাজ্য সরকারের। বিডিও যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, একেবারে ঠিক পদক্ষেপ।



সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় মঞ্চ উপস্থাপনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প শান্তি অবলম্বনে নাট্যপ্রযোজনা শান্তি। আমন্ত্রিত দল তেগোছি মিলন মঞ্চ। পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ কর্মকার। তৃতীয় অর্থাৎ প্রথম দিনের শেষ নাট্যপ্রযোজনা মঞ্চস্থ হয় আয়োজক সংস্থা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার সোসাইটির নিজস্ব প্রযোজনা চেননা। নাট্যকার ও নির্দেশক ছিলেন অনিবার্ণ রায়। বর্তমান রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির জটিলতায় একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু

মূল্যবোধের চরম দৃষ্টান্ত হলো চেননা নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যকার অনিবার্ণ রায় এই নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন সূত্রতা দাস, সমীর মণ্ডল, শঙ্কর লস্কর, সূত্রত মুখা, ঝণ্টু নস্কর, শান্তনু মিত্রি, বিভাস সরদার ও রূপস্কর বৈদ্য। দর্শক সমাজকে এই নাটক ভাষায় ও বর্তমান বিভিন্ন সামাজিক চক্রান্তগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করতে শেখায়। অনুষ্ঠান শেষে দলের সদস্যরা নাট্যকার অনিবার্ণ রায়কে উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুল দিয়ে সম্মাননা জানান।

একটি নাট্যবিষয়ক সেমিনারের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় দিন বিকেল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তু ‘নাট্যশাস্ত্রে রস এবং প্রেরক ও দর্শকের কাছে তার প্রভাব’। বক্তারা ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ড: দানী কর্মকার, গবেষক সৌগত ঘোষ ও সহকারী অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সিংহ। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে উত্তরীয় ও ফুল দিয়ে সম্মানীয় ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয়।

আয়োজক সংস্থার সদস্য-সদস্যরা, অন্যান্য নাট্যদলের অভিনেতা ও এলাকার সাহিত্যপ্রেমী দর্শক শ্রোতার সঙ্গে বক্তাদের পারস্পরিক আলাোচনার মাধ্যমে সেমিনারের বিষয়টি খুবই প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মায়ানমারে জনতাবিরোধী সভায় সামরিক হামলায় অগুনতি হতাহত

ইয়াঙ্গুন, ১১ এপ্রিল (রয়টার্স) : মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলে জান্তাবিরোধীদের এক অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার দেশটির সেনাবাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। গণমাধ্যম ও স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সদস্যরা এ তথ্য জানান।

ইয়াঙ্গুন থেকে ১১০ কিলোমিটার পশ্চিমে সাগাইং অঞ্চলের বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে বিবিসি বার্মিজ, রেডিও ফ্রি এশিয়া (আরএফএ) এবং ইরাবদি

নিউজ পোর্টালের খবরে বলা হয়, এ হামলায় সাধারণ মানুষসহ ৫০ থেকে ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে এ খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। এমনকি জান্তা সরকারের এক মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) একজন সদস্য, যিনি জান্তাবিরোধী মিলিশিয়া, তিনি রয়টার্সকে বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে

তাদের একটি দপ্তর খোলার অনুষ্ঠানে যুদ্ধবিমান থেকে এ হামলা চালানো হয়েছে। পিডিএফের ওই সদস্য নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, এখনো নিহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। আমরা এখনো সব মরদেহ উদ্ধার করতে পারিনি।

আল-জাজিরার খবরে বলা হয়, ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) সরকারকে হটিয়ে



সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিমান হামলা চালাচ্ছে জান্তা সরকার। ফটো : রয়টার্স

ক্ষমতায় বসে সামরিক জান্তা। এর বিরুদ্ধে দেশটিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ শুরু হলে নিরাপত্তা বাহিনী কঠোরভাবে দমন করে। রক্তক্ষয়ী এ অবস্থাকে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞরা ও অন্যান্য গৃহযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রসংঘের তথ্যমতে, সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১২ লাখ মানুষ বাধ্যচ্যত হয়েছেন।

গত অক্টোবরে কার্টিন রাজ্যে একটি কনসার্টে বিমান হামলা চালানো হয়েছিল। এতে অন্তত

৫০ জন নিহত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী ও সমস্ত জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা। এরপর যত হামলা হয়েছে, তার মধ্যে আজকের হামলাটি ভয়ংকর। নির্বাসনে থাকা মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী সরকার দ্য ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে। তারা এটিকে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আরেকটা (সামরিকদের) চরম শক্তির নির্বিচার ব্যবহারের উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছে।

মানবাধিকার গ্রুপ, নৃতাত্ত্বিক

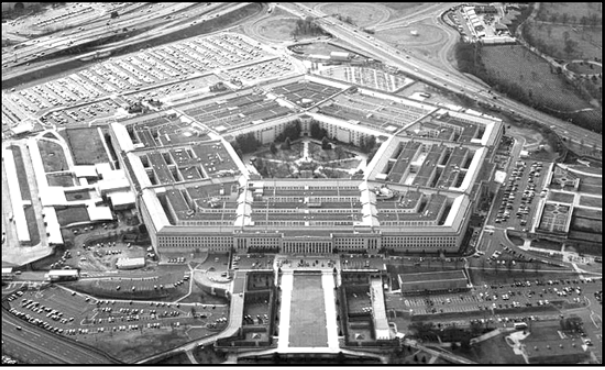
সংখ্যালঘু বিদ্রোহী এবং গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিমে একটি গ্রামে বিমান হামলায় শিশুসহ অন্তত আটজন সাধারণ মানুষ নিহত হন।

জান্তা সরকার বেসামরিক নাগরিকদের নৃশংসতা চালাচ্ছে বলে যে আন্তর্জাতিক অভিযোগ আছে, তা অস্বীকার করেছে। উল্টো তাদের ভাষ্য যে সন্ত্রাসীরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে বদপরিবর, তাদের বিরুদ্ধে এ লড়াই।

নথি ফাঁস যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকির ঃ পেন্টাগন

পেন্টাগন, ১১ এপ্রিল (বিবিসি) : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নথি ফাঁস দেশটির জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ঝুঁকির বিষয়। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন সোমবার এ কথা বলেছে। ফাঁস হওয়া নথিতে ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের সম্পর্কিত স্পর্শকাতর তথ্য রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পেন্টাগন কর্মকর্তারা বলেন, জ্যেষ্ঠ নেতাদের কাছে পাঠানো নথির সঙ্গে ফাঁস হওয়া ফাইলগুলোর মিল রয়েছে। কোন উস থেকে নথিগুলো ফাঁস হয়েছে তা নিশ্চিত হতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এসব নথি প্রথমে টুইটার ও টেলিগ্রামের মতো আরও কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়।



মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন।

ফটো : রয়টার্স

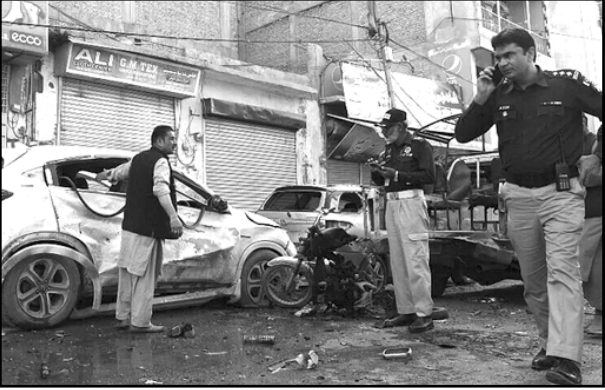
ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে অনেক বিস্তৃত তথ্যের পাশাপাশি ফাঁস হওয়া এসব নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের বিষয়ে স্পর্শকাতর ব্রিফিংয়ের উপাদান থাকার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। ফাঁস হওয়া অন্য নথিগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স সহকারী ক্রিস মিঘার সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, এসব নথি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ঝুঁকির বিষয়। এ নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

পাকিস্তানের কোয়েটায় জোড়া বিস্ফোরণ, পুলিশসহ নিহত ৪

কোয়েটা, ১১ এপ্রিল : পাকিস্তানের কোয়েটা শহরে দুটি পৃথক বিস্ফোরণে পুলিশসহ চার ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২২ জন। সোমবার এই বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উভয় বিস্ফোরণের লক্ষ্যবস্তু ছিল পুলিশ। বিস্ফোরণে নিহত চার ব্যক্তির মধ্যে দুজন পুলিশের সদস্য।

জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা জোহাইব মহসিন বলেন, কোয়েটার শাহরাহ-ই-ইকবাল এলাকার কাশদাহরি বাজারের কাছে থাকা পুলিশের একটি গাড়ির পাশে প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে। এই কাজে বিস্ফোরক ভর্তি একটি মোটরসাইকেল ব্যবহার



পাকিস্তানের কোয়েটায় পুলিশকে নিশানা করে দুটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। ফটো : রয়টার্স

করা হয়। পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, এই বিস্ফোরণে পুলিশের দুজন সদস্য নিহত হন। বিস্ফোরণে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। কোয়েটা

সিভিল হাসপাতালের মুখপাত্র ওয়াসিম বেগ জানান, প্রথম বিস্ফোরণে চারজন নিহত হয়েছেন। ১৮ জন আহত হয়েছেন।

নিষিদ্ধ বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে। কোয়েটার শারিয়াব পাঠক এলাকার কাছের মুনির মেঙ্গাল সড়কে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে অপর বিস্ফোরণটি ঘটে। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন বলে কোয়েটা সিভিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

আবাসন কোম্পানি এমওএম ফ্রপের দাতব্য শাখা এমওএম ফাউন্ডেশন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে।

মার্চে ওই অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে দালাই লামা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সমালোচনার মুখে পড়েন।

আবাসন কোম্পানি এমওএম ফ্রপের দাতব্য শাখা এমওএম ফাউন্ডেশন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। মার্চে ওই অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে দালাই লামা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সমালোচনার মুখে পড়েন।

ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে টুইটারের সাবেক সিইওর মামলা

সান ফ্রান্সিসকো, ১১ এপ্রিল (এএফপি) : টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্কের নামে মামলা হয়েছে। মামলাটি করেছেন প্রতিষ্ঠানটির সাবেক সিইও পরাগ আগরওয়ালসহ চাকরি হারানো শীর্ষ তিন কর্মকর্তা। পাওনা অর্থ পরিশোধের দাবিতে সোমবার তাঁরা এই মামলা করেন।

গত বছর টুইটার কিনে নেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। পরে নিজেই প্রতিষ্ঠানটির সিইওর দায়িত্ব নেন। বরখাস্ত করা হয় সিইও ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরাগ আগরওয়ালসহ শীর্ষ কয়েকজন কর্মকর্তাকে। এই তালিকায় ছিলেন টুইটারের সাবেক প্রধান আইন কর্মকর্তা

বিজয়া গাড্ডে ও সাবেক প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা নেড সেগাল।

এখন মামলার এজাহারে পরাগ, বিজয়া ও নেড দাবি করেছেন, টুইটার থেকে চাকরি হারানোর পর তাঁদের তদন্ত এবং মামলা পরিচালনা বাবদ খরচ করতে হয়েছে। আইনত এ খরচ টুইটার কর্তৃপক্ষ বহন করতে বাধ্য। কিন্তু এই খরচ দেওয়া হচ্ছে না। তাই পাওনা বাবদ ১০ লাখের বেশি ডলার আদায়ে মামলা করেছেন তাঁরা।

মামলার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে টুইটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এএফপি। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইমোজি পাঠিয়ে জবাব দেওয়া হয়েছে।



টুইটারের সাবেক সিইও পরাগ আগরওয়াল ও বর্তমান সিইও ইলন মাস্ক

ইলন মাস্ক টুইটার কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেন গত বছরের মার্চে। ওই বছরের ১৪ এপ্রিল টুইটার পুরোপুরি কিনে নেওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এই ধনকুবের। এরপর অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ, চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হওয়া-বহু জল ঘোলা করে অবশেষে অক্টোবরে টুইটারের মালিকানায যুক্ত হন মাস্ক। টুইটারের মালিকানা গ্রহণের পরপর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত

গত শনিবার সৌদি ও ওমানের প্রতিনিধিদল সানায় পটহানা সেখানে হুতি সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মাহদি আল-মাশাতের সঙ্গে সফররত

খোলা জায়গার রেষ্টোরঁয় নারীদের প্রবেশে তালিবানের নিষেধাজ্ঞা

হেরাত, ১১ এপ্রিল : আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে বাগান ও খোলা সবুজ জায়গার রেষ্টোরঁয় পরিবার ও নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তালেবান। ফস্ক নিউজের খবর বলছে, ধর্মীয় নেতারা এ ধরনের জায়গায় নারী-পুরুষের মেলামেশা নিয়ে অভিযোগ করার পর এ সিদ্ধান্ত এসেছে। আফগান কর্মকর্তারা বলছেন, নারীদের হিজাব না পরে আসা ও নারী-পুরুষের মেলামেশার কারণে এ বিধিনিষেধ এসেছে। এ নিষেধাজ্ঞা কেবল হেরাত প্রদেশে খোলা সবুজ জায়গাসহ রেষ্টোরঁয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তবে হেরাতে নিযুক্ত আফগানিস্তানের নৈতিকতা-বিষয়ক বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা বাজ মোহাম্মদ নাজির বলেছেন, হেরাতের যেসব রেষ্টোরঁয় এ ধরনের খোলা প্রাঙ্গণ রয়েছে এবং পুরুষের প্রবেশাধিকার রয়েছে, শুধু সেসব রেষ্টোরঁয়েই নারী ও পরিবারের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ বিধিনিষেধ শুধু খোলা জায়গার, যেমন পার্কের রেষ্টোরঁয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের বারবার অভিযোগের পর রেষ্টোরঁয়গুলোয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

হেরাতে নৈতিকতা-বিষয়ক বিভাগের প্রধান আজিজুর রহমান



আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের একটি রেষ্টোরঁয়। ফটো : রয়টার্স

আল মুহাজির বলেন, এসব জায়গা আসলে পার্কের মতো। তবে এগুলোয় রেষ্টোরঁয় নাম দেওয়া হয়েছে। সেখানে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ করছেন। এখন এগুলোর নাম সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের নিরীক্ষকেরা নারী ও পুরুষ একসঙ্গে যান-এমন পার্কগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে ক্ষমতা দখলের পর থেকে তালেবানের এটি সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা। তালিবান ষষ্ঠ শ্রেণির পর নারীদের পড়াশোনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পড়ার ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন চাকরি করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পার্ক, ব্যায়ামাগারের মতো

জনসমাগমস্থলে নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, নারীদের চাকরিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে ৩ হাজার ৩০০ নারী ও পুরুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তালেবানের ক্ষমতা দখলের পর থেকে আফগানিস্তানে নারীদের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। নারীদের নেতৃত্বে আসার ব্যাপারে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে কাজ ও ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

এ বছরের ২৩ মার্চ সব স্কুল খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তালেবান। তবে তার বদলে সেদিন তালেবান মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোও বন্ধ করে দেয়। এসব স্কুল আবার কয়ে খুলে বা নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্টকাল চলবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

আরসিবিকে হারিয়ে মগডালে লখনউ

মুম্বাই, এপ্রিল ৪ জমে উঠছে ১৬তম আইপিএল। ভারতের কোটিপতি লিগ চলাকালীন ক্রিকেট প্রেমীরা বিশেষ নজর রাখবে পয়েন্ট টেবলের দিকে। এখনও অবধি আইপিএল-১৬-র গ্রুপ পর্বের ১৫টি ম্যাচের পর পয়েন্ট টেবলে বেশ ভালোই ওঠানামা চলছে। সোমবার আরসিবিকে ঘরের মাঠে হারিয়েছে লোকেশ রাহুলের দল। শেষ বলে নাটকীয় জয় তুলে নিয়েছে লখনউ। এর পর লিগ টেবলের টপার আপাতত লখনউ সুপার জায়ান্টস।

যাক এখনও পর্যন্ত হওয়া এ বারের আইপিএলের ১৫টি ম্যাচের নিরিখে পয়েন্ট টেবলের কোন জায়গায় রয়েছে কোন দল।

১. ১৬তম আইপিএলের ১৫টি ম্যাচের পর তিন নম্বর থেকে লিগ টেবলের শীর্ষে উঠে এসেছে লোকেশ রাহুলের লখনউ সুপার জায়ান্টস। এখনও অবধি ৪টি ম্যাচে খেলে ৬টিতে জয় ও ১টিতে হারের মুখ দেখেছে সুপার জায়ান্টস। লখনউয়ের নেট রান রেট ১.০৪৮। ত্রুশাল পাণ্ডিয়াদের ঝুলিতে রয়েছে ৬ পয়েন্ট।

২. লোকেশ রাহুলের দল এক নম্বরে পৌঁছে যাওয়ায় সঙ্ঘ স্যামসনের রাজস্থান রয়্যালস ২ নম্বরে নেমে গিয়েছে। এখনও অবধি চলতি আইপিএলে ৩টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জিতেছে ও ১টি হেরেছেন চাহালর। রাজস্থানের নেট রান রেট ২.০৬৭। পিঙ্ক আর্মির মোট অর্জিত পয়েন্ট ৪।

লিগ টেবলের তিন নম্বরে রয়েছে নীতাশ রানার কলকাতা নাইট রাইডার্স। গ্রুপ পর্বে এখনও অবধি ৩টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জয় ও ১টিতে হেরেছে কেকেআর। নাইটদের নেট রান রেট ১.৩৭৫। পয়েন্ট ৪।

৪. লিগ টেবলের চার নম্বরে রয়েছে গুজরাট। গত বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স চলতি

আইপিএলে ৩টি ম্যাচে খেলে ২টিতে জিতেছে, ১টিতে হেরেছে। আপাতত টাইটান্সদের নেট রান রেট ০.৪৩১। ৪ পয়েন্ট রয়েছে টাইটান্সদের।

৫. লিগ টেবলের ৫ নম্বরে রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। এখনও অবধি ১৬তম আইপিএলে ৩টি ম্যাচে খেলে ২টি জয় ও ১টি হারের পর আপাতত সিএসকেস অর্জিত পয়েন্ট ৪। নেট রান রেট ০.৩৫৬।

৬. পয়েন্ট টেবলের ছয় নম্বরে রয়েছে শিখর ধাওয়ানের পাঞ্জাব কিংস। এ বারের আইপিএলে পাঞ্জাব এখনও অবধি ৬টি ম্যাচে খেলেছে। তার মধ্যে ২টিতে জয় ও ১টিতে হারা। ফলে প্রীতির পাঞ্জাবেরও প্রাপ্ত পয়েন্ট চার। নেট রান রেট -০.২৮১।

৭. গ্রুপ পর্বে এখনও অবধি ৬টি ম্যাচে খেলে, ১টি জয় ও ২টি হারের পর লিগ টেবলের সাত নম্বরেই রয়েছ ফাফ ডু'প্লেসির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আরসিবির নেট রান রেট -০.৮০০। বিরাটদের মোট পয়েন্ট ২।

৮. লিগ টেবলের ৮ নম্বরে রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ বারের আইপিএলে এখনও অবধি ৬টি ম্যাচে খেলে ২টিতে হার ও ১টিতে জয়ের মুখ দেখেছে অরুণজি আর্মি। হায়দরাবাদের নেট রান রেট -১.৫০২।

৯. রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আপাতত লিগ টেবলের ৯ নম্বরে নেমে গিয়েছে। চলতি আইপিএলে আপাতত ২টো ম্যাচে খেলে ২টোতেই হেরেছেন সূর্যকুমার যাদবরা। মুম্বাইয়ের নেট রান রেট -১.৩৯৪। আজ দিল্লির বিরুদ্ধে নামবে পল্টন।

১০. পয়েন্ট টেবলের লাস্ট বয় এখন দিল্লি ক্যাপিটালস। এ বারের আইপিএলে এখনও অবধি ৬টি ম্যাচে খেলেছে দিল্লি। তাতে হারের হ্যাটট্রিক করেছে ডেভিড ওয়ার্নারের দল। দিল্লির নেট রান রেট -২.০৯২। আজ মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে নামবে দিল্লি।

ম্যাচ জিতে উচ্ছ্বাস দেখিয়ে শান্তির মুখে লখনউয়ের আবেশ খান, জরিমানা ডু প্লেসিরও

লখনউ, এপ্রিল ৪ হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের শেষ বলে এসে সিঙ্গেল নিয়েছেন। তাঁর রানে ভর করেই ম্যাচ জিতেছে দল। কোনওমতে ম্যাচ শেষ করেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে হেলমেট আছড়ে ফেলেন আবেশ খান। সোমবার আরসিবি বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচের পর এহেন আচরণের জেরে শান্তির মুখে পড়েছেন পেসার। অন্যদিকে, শান্তির মুখে পড়েছেন আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ডু'প্লেসিও। ২১৩ রানের টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে বেশ সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল লখনউ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আউট হয়ে যান দলের ইনিংসের হাল ধরা নিকোলাস পুরান। তারপর থেকেই পরপর উইকেট পড়তে থাকে তাদের। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট খুইয়ে ২১২ রান তোলে লখনউ। জয়ের জন্য শেষ



বলে মাত্র এক রান দরকার ছিল কে এল রাহুলদের। প্রচণ্ড চাপের মধ্যেই ব্যাট করতে নামেন ১১ তম ব্যাটার আবেশ খান। নেমেই এক বলে এক রান তোলার দরকার ছিল তাঁর। তবে শেষ বলে রান নিতে পারেননি আবেশ। উইকেটকিপারের পাশ দিয়ে বলটি বেরিয়ে যায়, ফলে বাই

মম্বর ব্যাটিংয়ের জেরে তোপের মুখে বিরাট

মুম্বাই, এপ্রিল ৪ চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। তবে ৬১ রানের ইনিংস খেলেও দলের জয় দেখতে পাননি বিরাট কোহলি। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে মাত্র এক উইকেটে আরসিবিকে হারিয়ে দেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। হারের নেপথ্যে বিরাটের মম্বর ব্যাটিকেই দায়ী করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। তাঁদের অনেকের মতে, দল নয়, মহিলস্টোনের কথা ভেবেই ব্যাটিং করছেন বিরাট।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি। প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলেন অধিনায়ক ফাফ ডু'প্লেসিস ও বিরাট। মাত্র ২৫ বলে ৪২ রান তুলে ফেলেন আরসিবির প্রাক্তন অধিনায়ক। ক্রিজের অপর প্রান্তে ঝোড়ো ব্যাটিং করেন ডু'প্লেসিসও। কিন্তু ৪২ রানে পৌছোনার পরে রানের গতি কমিয়ে ফেলেন বিরাট। হাফসেঞ্চুরি পূরণের জন্য ১০টি বল খেলে মাত্র ৮ রান করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৪৪ বলে ৬১ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। হাফ সেঞ্চুরি করতে গিয়ে যেভাবে বিরাট কার্যত সময় নষ্ট করেছেন, সেই বিষয়টি দেখে ক্ষিপ্ত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

বিরাটের ইনিংস চলাকালীনই তাঁর ইনিংসের সমালোচনা করেন ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুল। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, কোহলি তো একেবারে ট্রেনের মতো দ্রুতবেগে ইনিংস শুরু করেছিল। প্রচুর শট খেলছিল। কিন্তু তারপর ১০ বল খেলে মাত্র ৮ রান করল।

তারপরেই আরসিবি তারকাকে তোপ দেগে ডুল বলেন, আসলে নতুন মহিলস্টোন গাড়ার বিষয়টি বিরাটের মাথায় ঘুরছে। কিন্তু ম্যাচের সময়ে এইরকম চিন্তা করার সুযোগই থাকে না। হাতে উইকেট রয়েছে, সেই সময়ে আগ্রাসী ব্যাটিংই চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ভারতীয় হিসাবে আইপিএলে সবচেয়ে বেশিবার ৫০ রানের গণ্ডি পেরোনার রেকর্ড গড়েছিলেন বিরাট। তবে সেই নজির ছুঁয়ে ফেলেছেন শিখর ধাওয়ান।

পাঁচ বছর পর ফের ভারতে আসছে আফগানিস্তান

মুম্বাই, এপ্রিল ৪ বিশ্ব ক্রিকেটের খুশির খবর। ভারত সফরে আসতে চলেছে আফগানিস্তান। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর ভারত সফরে আসতে পারে আফগানরা। অবশ্য করে থেকে এই সফর শুরু হবে তা জানা যায়নি। এর আগেও ভারতের বিরুদ্ধে মাত্র একটি টেস্ট খেলতে আফগানরা আসে। সেই টেস্ট হারতে হয়ে তাদের।

প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানান, হ্যাঁ। আফগানিস্তান ক্রিকেট দল জুন মাসে ভারতে একটা ছোট সফরের জন্য আসবে। ইংল্যান্ডের ওভালে ৭ থেকে ১১ জুন পর্যন্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর

ভারতে আসবে তারা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। তারপর জুলাই মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট, তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলতে দ্বীপ রাষ্ট্রে উড়ে যাবে ভারত। তবে এর মাঝে আফগানিস্তানের সফর করে থেকে শুরু হবে সে বিষয়ে জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে দুই বোর্ডের তরফ থেকে খুব তাড়াতাড়ি সরকারিভাবে আফগানিস্তানের সফরসূচি প্রকাশ করা হবে।

২০২১ সালে আগস্ট মাসে তালিবানরা আফগানিস্তানের দখল নেয়। তারপর থেকেই বিশ্ব ক্রিকেটে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে আফগানিস্তান। তবে

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের এই সম্পর্কের উন্নতিতে বিশ্ব ক্রিকেটে সোজাসৃজি বার্তা যাবে। এর আগেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আফগানিস্তানের ক্রিকেট দলকে তাদের হোম স্টেডিয়াম হিসাবে গ্রেটার নয়ডা, লখনউ ও দেহাদুনে স্টেডিয়াম দেয়। আফগানিস্তান শেষবার ভারত সফরে আসে ২০১৮ সালের জুন মাসে। ভারতের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলে তারা। সেই ম্যাচে ইনিংস সহ ২৬২ রানে হেরে যায় সফরকারী দল।

ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসির একটি বৈঠকে আফগানিস্তানের পূর্ণ সদস্য পদ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ আইসিসির নিয়ম অনুসারে পূর্ণ

সদস্য পদ পেতে গেলে সেই ক্রিকেট বোর্ডকে মহিলাদের একটি দল পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু তালিবানরা আফগানিস্তানের দখল করার পর তারা মহিলাদের খেলতে দিতে চান না তা স্পষ্ট করেছে। সেই বিষয় দেখার জন্য আইসিসি একটি কমিটিও তৈরি করে। আইসিসির সহ চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ল্ড কমিটির প্রধান ইমরান খোয়াজা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং তালিবানদের সঙ্গে নভেম্বর মাসে দুইবার দেখা করেন কিন্তু বরফ গেলেনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর তারা যে রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, মহিলা দল পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বা ক্ষমতা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের হাতের বাইরে রয়েছে।

শৈশবের অ্যাকাডেমিতে বানিয়েছেন হস্টেল, আলিগড়ের ভবিষ্যৎ ক্রিকেটারদের পাশে রিঙ্কু

নয়াদিল্লি, এপ্রিল ৪ মোতেরায় ওই অবিশ্বাস্য ইনিংসের পরপর যখন দেখছিলেন ডাগআউট থেকে তাঁর দিকে ধাবমান নীতাশ রানারা ছুটে আসছেন, তখন কী চোখ চিকচিক করার সঙ্গে হয়তো অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল রিঙ্কু সিংয়ের। বাবা খানচন্দ সিং স্থানীয় এলাকায় এলপিজি গ্যাস সরবরাহ করতেন। পাঁচ-ভাই বোনের সংসারে অভাব-অনটনের সঙ্গে মিতালি গড়েই জীবনের চলার পথ গড়তে হয়েছে বাঁ-হাতি এই ক্রিকেটারকে। এসবই পুরনো কথা। এটুকুতে যে রিঙ্কুর ব্যাপ্তিকে ধরা মুশকিল। এর বাইরে একটা অন্য রিঙ্কুও রয়েছে।

আজকের নাইট-নায়কের বেড়ে ওঠা খুব কাছ থেকে দেখেছেন আলিগড় স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম ক্রিকেট প্রশিক্ষক তথা পরামর্শদাতা ফাসাহত আলি। রিঙ্কুর বাবা যে কোম্পানির গ্যাস সরবরাহ করতেন, সেই গ্যাস এজেন্সির সামনের লনে ব্যাট হাতে ক্রিকেট অনুশীলনে ডুবে থাকতেন রিঙ্কু। কতই বা বয়স তখন – পাঁচ কি ছয়! বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় সেই দৃশ্য



হামেশাই চোখে পড়ত ফাসাহতের। আর চোখে পড়েছিল

চেনে, তাঁরাও রিঙ্কুকে চিনেছিলেন। নিয়ে এসেছিলেন আলিগড় স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। ক্রিকেট অভিযাত্রায় সেই প্রথম দীক্ষা লাভ বাঁ-হাতি ব্যাটারের। তারপর অনূর্ধ্ব-১৯, রনজি হয়ে আজকের আইপিএল কালের স্মৃতিপটে টাটকা গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ওই পাঁচ ছয়ের কাহন – সবই গড়গড় করে বলে যান কেচ ফাসাহত। বলেন, রিঙ্কু শান্ত ছেলে। শেখার ইচ্ছা ওর মধ্যে প্রবল। অনেক কষ্ট করে এই জায়গায় এসেছে। ক্রিকেট ছাড়া আর কিছু জানে না। রিঙ্কু নিজেকে বিশ্বমাঝারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আইপিএল দরবারে কৌলিন্য পেয়েছেন। তার পিছনে কম অবদান নেই আড়ালে থাকা ফাসাহত, অর্জুন সিং কিংবা মাসুদ আমিনদের মতো কুশীলবদের। অর্থাভাব যে পরিবারে নিতা সঙ্গী, সেখানে ক্রিকেট বিলাসিতা। রিঙ্কুর ক্রিকেট পাগলামিতে বিরক্ত হতেন তাঁর বাবাও। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অর্জুন সিং। ক্রিকেটায় সংজ্ঞাম থেকে প্লেনে যাত্রা মহার্ঘ টিকিটের মূল্য – জুগিয়ে যেতেন তিনি।

বড় ব্যবধানে জিতে সুপার কাপ শুরু মোহনবাগানের, খুশি বাগান সাপোর্টাররা পারফরম্যান্সের আরও উন্নতি করতে হবে : ফেরান্দো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএল ট্রফি জয়ের ছন্দে যে এখনও রয়েছে তারা, তা হিরো সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই প্রমাণ করে দিল এটিকে মোহনবাগান। গোকুলাম এফসি-কে ৫-১ গোলে হারিয়ে মরশুমের শেষ টুর্নামেন্ট শুরু করল তারা। এ দিন এটিকে মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে বড় জয় ছাড়াও বোনাস দলের অন্যতম সেরা দেশীয় ফরোয়ার্ড লিস্টন কোলাসোর হৃদে ফেরা। দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় এটিকে মোহনবাগান। যা তাদের টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোতেও প্রচুর আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

সোমবার কোবিডোড়ের ইএমএস কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে দু-দুটি অসাধারণ নাকল গোল করে এটিকে মোহনবাগানকে জয়ে পথে নিয়ে যান কোলাসো। গত মরসুমে যে ছন্দে দেখা গিয়েছিল গোয়ানিজ তারকাকে, এ দিন সেই ছন্দেই পাওয়া যায় তাঁকে। হুগো

বুমৌস, মনবীর সিং ও কিয়ান নাসিরি বাকি তিনটি গোল করেন। প্রথমার্ধে কোলাসো ও বুমৌস দলকে ৬-০-য় এগিয়ে দেওয়ার পরে দ্বিতীয়ার্ধে মনবীর ও কিয়ান জয় সুনিশ্চিত করেন। গোকুলামের একমাত্র গোলটি করেন সেপিও মেডি ইগালেসিয়াস। দিমিত্রিয়স পেট্রাটস ও আশিক কুরুনিয়ানকে প্রথম এগারোর বাইরে রেখেই এ দিন দল নামান এটিকে মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। তাঁরা ছিলেন রিজার্ভ বেঞ্চে। গ্ল্যান মার্টিন্সও ছিলেন রিজার্ভেই। তুমুল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করে রাখার জন্যই সম্ভবত তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

এ দিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল এটিকে মোহনবাগান এবং ছ'মিনিটের মাথাতেই দলকে এক দুর্দান্ত গোল করে এগিয়ে দেন লিস্টন কোলাসো, যিনি হিরো আইএসএলে একটির বেশি গোল



করতে পারেননি। কোলাসোর চেনা নাকল শটে গোল না দেখতে পেয়ে যারা হতাশ হয়েছিলেন, তাঁরা এ দিন গোয়ানিজ ফরোয়ার্ডের গোলটি দেখলে অবশ্যই খুশি হবেন।

গোকুলামের গোলকিপার শিবিন রাজের হাত থেকে ছিটকে আসা বল বাইলাইনের সামনে থেকে কোলাসোকে ব্যাকপাস করেন হুগো বুমৌস। কোলাসো বক্সের বাঁ দিকের কোণ থেকে যে গোলমুখী শট নেন, তা গোলের ডানদিকের ওপরের কোণ দিয়ে

টুকে জালে জড়িয়ে যায়। গোলকিপারের এখানে কিছুই করার ছিল না (১-০)।

গোল খাওয়ার পরে তা শোধ করার চেষ্টা শুরু করে গোকুলাম। কিন্তু এটিকে মোহনবাগানের শক্তিশালী রক্ষণে চিড় ধরিয়ে তাদের পক্ষে অ্যাটাকিং খাড়ে গিয়ে বিশেষ কিছু করার উপায় ছিল না। বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল কলকাতার দলই এবং তাদের আক্রমণের ধারও ছিল একই রকম। ২৭ মিনিটের মাথায় যে গোলটি করেন লিস্টন কোলাসো, হিরো আইএসএলের পাঁচ-পাঁচটি মাস তা দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। এ বার বক্সের বাইরে, গোল লাইনের প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে ফের একটি শট নেন উল্লেখ্য। সেন্টার লাইনের হাওয়ায় গতিপথ পরিবর্তন করে ডানদিকের কোণ দিয়ে গোলে টুকে পড়ে (২-০)। সেন্টার লাইনের পিছন থেকে দূরপাল্লার উড়ন্ত ক্রসটি তাঁকে দেন আশিস রাই।

গত মরশুমে এমন একাধিক গোল করেছিলেন কোলাসো। কিন্তু এই মরশুমে তাঁর পা থেকে এমন গোল প্রায় দেখাই যায়নি। যতবার চেষ্টা করেছিলেন, বার্থ হয়েছেন। সুপার কাপে সম্ভবত তিনি চেনা ছন্দে ফিরলেন। কোলাসোর মতো কার্লিং শটে গোলের চেষ্টা করেন গায়োগোও। ৪০ মিনিটের মাথায় প্রতিপক্ষের বক্সের বাইরে থেকে সোজা গোলে শট নেন উল্লেখ্য থেকে আসা এই ফুটবলার। যা গোলকিপার শিবিনের বাঁদিক দিয়ে গোলে ঢোকান আগেই বাঁ দিকে ডাইভ দিয়ে সেভ করেন তিনি।

তবে বিরতিতে তিন গোলের ব্যবধান নিয়েই ড্রেসিং রুমে যায় সবুজ-মেরুন বাহিনী। সৌজন্যে হুগো বুমৌস। সেন্টার লাইনের সামনে ডানদিক থেকে বাঁদিকে থাকা বুমৌসকে লম্বা উড়ন্ত ক্রস বাড়ান কিয়ান। সেই বল নিয়ে ত্রিত গতিতে বক্সে টুকে কোণাকুনি শটে জালে বল জড়িয়ে দেন বুমৌস

(৩-০)। গোকুলামের তিন ডিসেম্বর তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেও সফল হননি। প্রথমার্ধে এটিকে মোহনবাগান যেখানে আটটির মধ্যে চারটি শট গোলে রাখে, সেখানে গোকুলামকে একটিমাত্র শট নিতে দেখা গেলেও একটিও গোলে রাখতে পারেনি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোকুলামকে প্রথমার্ধের চেয়ে বেশি তপস্বী হয়ে উঠতে দেখা যায়। আক্রমণ, রক্ষণ সব দিক থেকেই বাড়তি চেষ্টা দেখা যায় জসিম, আমিন বুবা, ফারশাদ নুর, সেপিও ইগালেসিয়াসদের মধ্যে। সবুজ-মেরুন রক্ষণকে চাপে রাখা শুরু করে তারা। ৬০ মিনিটের মাথায় নুর প্রতিপক্ষের গোলের সামনে বল পেলেও তা অসাধারণ ভাবে ক্লিয়ার করেন শুভাশিস বোস।

এই সময় পর্যন্ত গোকুলাম গিনেটি পরিবর্তন এনে ফেললেও এটিকে মোহনবাগান কোনও বদল আনেনি।

পুরান এবং স্টেইনিসএর জন্য ম্যাচটা জিততে পেরেছি : রাহুল

মুম্বাই, এপ্রিল ৪ অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শেষ বলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে এক উইকেটে পরাজিত করার পর, লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক কেএল রাহুল নিকোলাস পুরান এবং মার্কাস স্টেইনিসের প্রশংসা করেন। জয়ের জন্য ২১৩ রানের কঠিন লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে, পুরানের ১৯ বলে ৬২ রান এবং স্টেইনিসের আক্রমণাত্মক ৬৫ রানের সাহায্যে খারাপ শুরু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লখনউ সুপার জায়ান্টসরা জিতেছিল। ম্যাচ জয়ের পরে কেএল রাহুল বলেন, অবিশ্বাস্য। চিত্তাভ্রামী স্টেডিয়াম যেখানে আমি খেলে বড় হয়েছি এবং এখানে বেশিরভাগ ম্যাচের ফলাফল শেষ বলে আসে। কেএল রাহুল আরও বলেন, আমরা জানতাম এত বড় লক্ষ্য তাড়া করা সহজ হবে না। তারা পাওয়ারপ্লেতে ভালো বোলিং করেছিল কিন্তু সেখান থেকে আমরা যে ম্যাচটা জিততে পেরেছি সেটার আসল কারণ হলেন পুরান এবং স্টেইনিস। এই দুজনের কারণেই জিতেছি। আমরা পুরান, স্টেইনিস এবং আয়ুষ বাদোনির মতো শক্তিশালী খেলোয়াড়দের দলে নিবেছি। বাদোনি ফিনিশারের ভূমিকায় পারফর্ম করতে শিখছেন। আমরা আপনাকে বলি যে নিকোলাস পুরানের ১৯ বলে ৬২ রান এবং মার্কাস স্টেইনিসের আক্রমণাত্মক ৬৫ রানের এর সাহায্যে, লখনউ সুপার জায়ান্টস একটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ আইপিএল ম্যাচে শেষ বলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে এক উইকেটে পরাজিত করে। প্রথমে ব্যাট করে অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি, বিরাট কোহলি এবং প্লেন ম্যাক্সওয়েলের আক্রমণাত্মক হাফ সেঞ্চুরির ভিত্তিতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দুই উইকেটে ২১২ রান করে। জবাবে, পুরান এবং স্টেইনিস লখনউয়ের স্মরণীয় বিজয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। মাত্র ১৫ বলে এই মরশুমের দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি করেন পুরান। এর আগে, ডু প্লেসি ৪৬ বলে ৭৯ রান করার পরে আরসিবির হয়ে অপরাজিত ছিলেন এবং কোহলি ৪৪ বলে ৬১ রান করেছিলেন।